মাটিরাঙ্গার তাইন্দংয়ে সেটেলার হামলায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। জাতীয় ডাকের এই সংখ্যাটি তাদের জন্য নিবেদিত।
পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র
জাতীয় ডাক
৪র্থ বর্ষ ∎ ৪র্থ সংখ্যা ∎ ২৪ আগস্ট ২০১৩ ∎ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ∎ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ১৭ email: jatiodak@gmail.com

তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে হামলা পূর্বপরিকল্পিত
বৌদ্ধ মন্দিরসহ ৩৬ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট

∎ বিশেষ রিপোর্ট:
খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নে গত ৩ আগস্ট সেটেলার বাঙালি কর্তৃক পাহাড়িদের কয়েকটি গ্রামে হামলায় বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। সেটেলারদের এ পরিকল্পিত হামলায় পাহাড়িদের ৩৫টি বাড়ি একটি বৌদ্ধ বিহারের দেশনা ঘর ও একটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। এছাড়া বান্দরশিং পাড়া, বগা পাড়া, সর্বেশ্বর পাড়া, মনুদাস পাড়া ও তালুকদার পাড়ায় ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এ হামলায় ১২টি গ্রামের তিন সহস্রাধিক পাহাড়ি পালিয়ে ভারতের সীমান্তে, পানছড়ি উপজেলায় এবং আশেপাশের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। মূলত পাহাড়িদের উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা-জমি বেদখল করাই ছিল এ হামলার প্রধান উদ্দেশ্য।

হামলার সূত্রপাত যেভাবে:
৩ আগস্ট শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে সিন্দুক ছেরা গ্রামের মো: নায়েব আলী ও তানাক্কা পাড়ার মো: ইবন সরদার বগাপাড়া গ্রামে এসে গ্রামের নিবাসী বকুল কান্তি চাকমা ও সুপায়ন চাকমাকে বলেন, 'মো: কামালকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ক্রসিং নামক স্থান থেকে সে আমাকে ফোন করেছে। সেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে।' তখন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বকুল কান্তি চাকমা ও সুপায়ন চাকমা দুই জনে মোটর সাইকেল যোগে ক্রসিং নামক জায়গায় যান। সেখানে গিয়ে দেখতে পান ইতিমধ্যে ১০০জনের অধিক সেটেলার বাঙালি কামালকে উদ্ধারের নামে জড়ো হয়েছে। পরে বিজিবি কমান্ডার বাদশা মিয়া ও বান্দরশিং ক্যাম্পের কমান্ডার শাহাদাত বগা পাড়া ও বান্দরশিং পাড়ার পাহাড়ি মুরুব্বীদের একে একে ক্রসিং-এ আসার জন্য ফোনে ডাকতে থাকেন। তার ডাকে তাইন্দং ইউনিয়নের মেম্বার ফনী ভূষণ চাকমা, বান্দরশিং গ্রামের কার্বারী অমৃত রঞ্জন চাকমা, বকুল কান্তি চাকমা, সুপায়ন চাকমা, সুকুমনি চাকমা সহ ২০ - ৩০ জন পাহাড়ি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন।

পাহাড়ি-বাঙালি ও বিজিবি সদস্যরা মিলে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে বান্দরশিংয়ের ক্রসিং এলাকা থেকে মোটর সাইকেল উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও অপহৃত কামাল

এভাবে সেটেলাররা ব্যাপক ভাংচুর চালায়

হোসেনকে খুঁজে না পেয়ে সেটেলাররা সেখানে অবস্থানরত পাহাড়িদের উপর হামলার প্রস্তুতি নেয়। তৎক্ষণে শত শত সেটেলার আওয়ামী লীগ ও বিএনপির স্থানীয় নেতা, তাইন্দং ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও মেম্বার এবং কতিপয় প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকের নেতৃত্বে মোটর সাইকেলে চড়ে ও পায়ে হেঁটে দা, বটি, কিরিচ, লাঠি ও ছুরি হাতে বান্দরশিং ক্রসিং এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় ঢুকতে শুরু করে। এদিকে সেটেলাররা কামাল হোসেনকে না পেয়ে, তার অপহরণের জন্য পাহাড়িদের দায়ি করে ফনী ভূষণ চাকমা, বকুল কান্তি চাকমা, সুকুমনি চাকমা ও অমৃত রঞ্জন চাকমা সহ অন্যান্যদের উপর হামলা শুরু করে দেয়।

এ সময় তানাক্কা পাড়ার বিজিবি ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার (কোম্পানী ইনচার্জ) মো: বাদশা মিয়া ও বান্দরশিং পাড়ার বিজিবি কমান্ডার শাহাদাত সহ ২০-৩০ জন বিজিবি ও ৪ জন পুলিশ সদস্য উপস্থিত থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। বিজিবি ও পুলিশ সদস্যদের সামনে সেটেলাররা পাহাড়িদের মারধর করলেও তারা সেটেলারদের নিবৃত্ত করতে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। মারধরের পর মুমূর্ষু অবস্থায় তাদেরকে বান্দরশিং ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেরকে মারধরের খবর ছড়িয়ে পড়লে পাহাড়িদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে।

এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও হামলাকারী সেটেলারদের নিবৃত্ত করতে বিজিবি যামিনী পাড়া জোন কমান্ডার শিহাব উদ্দিন শোয়াইব তারবার্তার মাধ্যমে তানাক্কা পাড়া ক্যাম্পের কমান্ডার মো: বাদশাকে ফায়ার ও লাঠিচার্জ করার নির্দেশ দিলেও মো: বাদশা ফায়ার বা লাঠিচার্জ না করে সেটেলারদের হামলা চালাতে সুযোগ দেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ হামলার পর পরই বেলা ১:৩০টার দিকে সেটেলাররা 'নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর', 'পাহাড়িদের ঘর জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও', 'পাহাড়িদের উচ্ছেদ কর' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালায়। তারা প্রথমে বান্দরশিং পাড়ায় গিয়ে বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়, লুটপাট ও ভাঙচুর করে। এরপর বিকাল আনুমানিক ৩টা থেকে তারা বগাপাড়া, সর্বেশ্বর পাড়া, মনোদাস পাড়া ও তালুকদার পাড়ায় অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ভাঙচুর চালায়। হামলার সময় বিজিবির সদস্যরা সার্বক্ষণিক তাদের সাথে ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

হামলার পূর্ব ঘটনা:
হামলার কয়েক দিন আগে গত ২৯ জুলাই রাত আনুমানিক ১১টার দিকে জুগোশ পাড়া ৫-৬ জন লোক সাহেব সরদার পাড়ায় ওসমান ড্রাইভার নামের এক বাঙালিকে মারধর করেছে এই অভিযোগে পরদিন বাঙালি ছাত্র পরিষদ সাম্প্রদায়িক ও উস্কানীমূলক স্লোগান দিয়ে তাইন্দং বাজারে মিছিল করে।

৩১ জুলাই বুধবার রাতে মসজিদ থেকে মাইকে এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হয় যে, অস্ত্রধারী পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা বাঙালিদের হামলা করতে এসেছে। ঐ ঘোষণার ২য় পাতায় দেখুন

৪র্থ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ২৪ আগস্ট ২০১৩ ॥

জাতীয় ডাক

তাইন্দংয়ে পাহাড় গ্রামে হামলা পূর্ব পরিকল্পিত

(প্রথম পাতার পর)

পর রাত ১-২ টার দিকে শত শত সেটলার তাইন্দং বাজারে মিছিল করে এবং পাহাড়ি বিরোধী সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দেয়। মিছিল থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকার জন্য সেটলার বাঙালিদের আহ্বান জানানো হয়। সেটলাররা শ্লোগান দিতে দিতে হেডম্যান পাড়া ও বগাপাড়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে হামলার আশঙ্কায় মনুদাস পাড়া, আচলং ও সর্বেশ্বরপাড়ার পাহাড়ি লোকজন ভারতের সীমান্তে পালিয়ে যায়। পরদিন পরিস্থিতি শান্ত হলে তারা আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসে। এ যাত্রায় সেটলারদের সাথে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন না থাকায় পাহাড়িরা হামলার হাত থেকে বেঁচে যায়। তবে সেটলাররা তাদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অব্যাহত রাখে। ১ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে এবং ২ আগস্ট শুক্রবার বিকালে সেটলাররা আবার একইভাবে মিছিল করে ও শ্লোগান দেয়। পাহাড়িরা তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র বিক্রির জন্য তাইন্দং বাজারে গেলে সেটলাররা তাদের ৮-১০জনকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। ফলে পাহাড়িরা ভয়ে বাজারে আসা বন্ধ করে দেয়।

২ আগস্ট যামিনীপাড়া জোন কমান্ডার লেফটেনেন্ট কর্নেল শিহাব উদ্দিন শোয়াইব ফেনীছড়া ক্যাম্পে পাহাড়ি ও বাঙালিদের নিয়ে একটি মিটিং করেন। তিনি 'ছোট খাটো বিষয়ে' ভারতে চলে যাওয়ার জন্য পাহাড়িদের সমালোচনা করেন এবং তাদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমি থাকতে পাহাড়িদের গায়ে একটুও আঁচড় লাগতে দেবো না, তোমরা ভয় পেয়ো না, তোমরা বাজারে এসো, কেউ কিছু করতে পারবে না। আমার ইউনিফর্ম ও ব্যাজ থাকতে তোমাদের কিছু হবে না'।

হামলা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত:

তাইন্দং-এ পাহাড়ি গ্রামে হামলা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। হামলার আগে বেশ কয়েকদিন ধরে সেটলারদের মধ্যে পাহাড়ি-বিরোধী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও উত্তেজনা ছড়ানো হয়। এ সব বিষয় বিজিবি ও স্থানীয় প্রশাসন জানলেও তারা এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তারা হামলার ষড়যন্ত্র চালাতে ও প্রস্তুতি গ্রহণে সেটলারদের সুযোগ দেয়। এমনকি ৩১ জুলাই রাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও পাহাড়িদের ভারত সীমান্তে পালিয়ে যাওয়ার খবরও কোন মিডিয়ায় প্রচার করা হয়নি। ফলে সেটলাররা বিনা বাধায় পাহাড়িদের উপর হামলা চালাতে দ্বিগুণ সাহস ও উৎসাহ পেয়ে যায়।

তাছাড়া, ঘটনার দিন পাহাড়িদেরকে ক্রসিং-এ ডেকে এনে মারধর করার সময় বিজিবির সদস্যরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, সেটলারদের নিবৃত্ত করতে তারা কোন পদক্ষেপ নেয়নি। মারধরের পর শত শত সেটলার তাদের সামনে থেকে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা করতে যাওয়ার সময়ও তারা কোন বাধা দেয়নি। এমনকি প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী বিজিবি'র সদস্যরা হামলার সময় সারাক্ষণ সেটলারদের সাথে ছিল। বিজিবির এই ভূমিকা মূল ষড়যন্ত্রের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতাকেই ইঙ্গিত করে। এছাড়া বিজিবি'র বিরুদ্ধে তাইন্দংসহ মাটিরাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়িদের উপর নির্যাতন, হয়রানি, বিনা কারণে গ্রেফতার, শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ বানচাল ও সাম্প্রদায়িক হামলায় সেটলারদের সহযোগিতা করার ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

কামাল হোসেন অপহরণ সাজানো নাটক!

হোন্ডা চালক কামাল হোসেনের অপহরণ যে সাজানো নাটক তা আজ সবার কাছে স্পষ্ট। এলাকার পাহাড়ি-বাঙালী জনপ্রতিনিধি ও খাগড়াছড়ি প্রশাসনের কর্মকর্তারা এক বাক্যে তা স্বীকার করেছেন। মূলত পাহাড়িদের নিজ বসতভূমি থেকে চিরতরে উচ্ছেদের লক্ষে এ নাটক মঞ্চস্থ করা হয় বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

একটি সূত্র থেকে জানা যায়, এ নাটক সাজাতে কামাল হোসেনকে ভাড়া করা হয়েছিল। তাইন্দং ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম সিরাজী হলেন এই নাটকের আসল রূপকার। ঘটনার আগে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি বিকাশের মাধ্যমে তাকে ৫০ হাজার টাকা পাঠায় বলে জানা যায়। কামাল হোসেনকে খুন করে পুরো এলাকায় বড় ধরনের হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরিকল্পনা ছিল বলে সূত্রটির মাধ্যমে জানা গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ঘটনা টের পেয়ে কামাল হোসেন লোকালয়ে বের হয়ে আসায় ষড়যন্ত্রকারীদের এ পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

কামাল হোসেন অপহরণ বিষয়ে তাইন্দং ইউনিয়নের মেম্বার ফনী ভূষণ চাকমা বলেন, এ অপহরণ ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ নাটক। পাহাড়িদের উচ্ছেদ করা ও হয়রানি করার জন্যই এ নাটক করা হয়েছে।

তাইন্দং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম বলেন, অপহরণের ঘটনা ছিল

পূর্বপরিকল্পিত। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, যদি তাঁকে অপহরণকারীরা ধাওয়া করে থাকেন, সে সময় তিনি (চালক কামাল হোসেন) কীভাবে একজনকে ফোন করে তাঁকে আবার ফোন করতে (কল ব্যাক) বললেন।

তিনি আরো বলেন, কামাল হোসেন অপহৃত হননি। কোনো পাহাড়ি তাকে মারধর করেনি। এর আগে সিরাজুল ইসলাম সিরাজী ও তার বাহিনী সোহাগ নামে এক বাঙালি ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করে মনুদাসপাড়ায় এক পাহাড়ি ঘরের পাশে জমিতে রেখে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায়।(মানবকণ্ঠ, ১৪ আগস্ট ২০১৩)

এ ব্যাপারে সহকারী পুলিশ সুপার (রামগড় সার্কেল) শাহজাহান রহমান বলেন, এটা আসলে অপহরণ নয়, সাজানো নাটক। অপহরণের কোনো আলামত কামাল হোসেনের মধ্যে নেই।(প্রথম আলো, ৬ আগস্ট ২০১৩)

বৌদ্ধ বিহারে হামলা:

সেটলাররা পাহাড়িদের বাড়িঘর ছাড়াও দু'টি বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালায়। তারা সর্বেশ্বর পাড়া জনশক্তি বৌদ্ধ বিহারের ধর্মীয় দেশনাঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেয় এবং মূল বিহারে ঢুকে বুদ্ধমূর্তি ভাংচুর ও লুটপাট চালায়। এছাড়া মনুদাস পাড়ার জনসেবা বৌদ্ধ বিহারেও হামলা চালিয়ে বুদ্ধমূর্তি ও বিহারের জিনিসপত্র ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

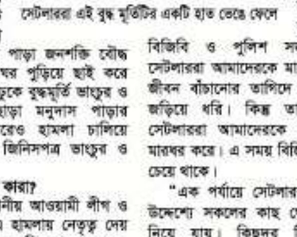

সেটলাররা এই বুদ্ধ মূর্তিটির একটি হাত ভেঙে ফেলে

হামলাকারীদের নেতৃত্বে কারা?

তাইন্দং ইউনিয়নের স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতারাই এ হামলায় নেতৃত্ব দেয় বলে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িরা অভিযোগ করেছেন। হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে যাদের নাম জানা গেছে তারা হলেন, তাইন্দং ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম সিরাজী (৫৫), পিতা- মৃত আব্দুল আজিজ, গ্রাম- উত্তর আচলং, আবেদ আলী মেম্বার (৫২), পিতা মৃত আকমত আলী,গ্রাম- বটতলী, নায়েব আলী (৩৫), কালিম আলী, গ্রাম-বটতলী, কামাল হোসেন (হোন্ডা চালক), পিতা-মৃত মোখলেছুর রহমান, গ্রাম- বটতলী বাজারের পার্শ্ববর্তী, আবুল কাসেম (৪৮)-সাবেক মেম্বার, তাইন্দং ইউপি, পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম- বটতলী সহ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র স্থানীয় কিছু নেতা এ হামলায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

হামলায় যারা আহত হন:

সেটলারদের হামলায় ১২ জন পাহাড়ি আহত হন। যাদের মধ্যে মেম্বার এবং পাড়া কার্বারীও (গ্রাম প্রধান) রয়েছেন। আহতরা হলেন বান্দরশিং গ্রামের কার্বারী অমৃত রঞ্জন চাকমা (২৮) পিতা- মহেন্দ্র চাকমা, সুকুমনি চাকমা (২৭) পিতা মৃত পূর্ণবাহু চাকমা, বগাপাড়া গ্রামের কালাকাজি চাকমা (৩০) পিতা মৃত জলিয়া মোহন চাকমা, বকুল কান্তি চাকমা (৪৫) পিতা মৃত রবীন্দ্র লাল চাকমা, সুশীল ময় চাকমা (২৪) পিতা- বঙ্কুবর চাকমা, মেরোয়া চাকমা (৪০) পিতা মৃত সুর মোহন চাকমা, জীবন বিকাশ চাকমা (২৮) পিতা মদন মোহন চাকমা, অনিল কান্তি চাকমা (৩৫) পিতা মৃত মন্ত্রী মোহন চাকমা, বৃষকেতু চাকমা (৩৮) পিতা মৃত বাঁশী মোহন চাকমা, ফনী ভূষণ চাকমা(৪০) পিতা মৃত সুরেন্দ্র লাল চাকমা, বিনয় চাকমা (৫০) পিতা-মৃত বীরেন্দ্র লাল চাকমা ও চামে রঞ্জন চাকমা (২৮) পিতা রঙ্গমনি চাকমা।

হামলার শিকার ও প্রত্যক্ষদর্শীরা যা বলেন:

সেটলার হামলার শিকার ও প্রত্যক্ষদর্শী সুকুমনি চাকমা ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, "অনেক খোঁজাখুজির পরও কামাল হোসেনকে খুঁজে না পেয়ে সেটলাররা বলতে থাকে 'এখানে যেসব পাহাড়িরা রয়েছে তাদের উপর হামলা করতে হবে। তারাই অপহরণের ইন্ধন দিয়েছে।' এ সময় ২০-২৫ জন বিজিবি সদস্য ও পুলিশ ৪ জন সেখানে উপস্থিত ছিল। আমরা ১২ জন ছিলাম। বিজিবি ও পুলিশ সদস্যদের সামনেই সেটলাররা আমাদেরকে মারধর করে। আমরা জীবন বাঁচানোর তাগিদে বিজিবি সদস্যদের জড়িয়ে ধরি। কিন্তু তাদের কাছ থেকে সেটলাররা আমাদেরকে টেনে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। এ সময় বিজিবি সদস্যরা নীরবে চেয়ে থাকে।

"এক পর্যায়ে সেটলাররা আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সকলের কাছ থেকে আলাদা করে নিয়ে যায়। কিছুদূর নিয়ে যাবার পর গিয়াসউদ্দিন নামে এক পরিচিত বাঙালি আমাকে সেটলারদের কাছ থেকে রক্ষা করে। সে আমাকে তানাক্কা পাড়া ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বিজিবি সদস্যরা আমাকে বগা পাড়ায় পৌঁছে দেয়। পরে আমি রাতের মধ্যে ভারতের দিকে চলে যাই। সেখানে গিয়ে সকলের সাথে একত্রিত হই।"

বান্দরশিং গ্রামের কার্বারী অমৃত রঞ্জন চাকমা বলেন, "সকাল ১১টার দিকে আমি ভাত খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এ সময় বান্দরশিং পাড়া বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার ফোন করে জানায় যে, ক্রসিং এলাকায় একজন বাঙালি অপহরণ হয়েছে সেটা জানি কিনা? আমি জানি না বলে উত্তর দিই। তিনি ঐ বাঙালিকে খোঁজ করার জন্য আমাকে ডাকেন। আমি ১০-১৫ জন লোক নিয়ে ক্রসিং এলাকায় যাই। বিজিবি'র ১০-১৫ জন সদস্য সেখানে যান। বগাপাড়া থেকে মেম্বার এবং কার্বারীরাও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ি-বাঙালি মিলে ঐ অপহৃত ব্যক্তিকে খোঁজাখুজি করি। অনেক খুঁজেও তাকে না পেয়ে পরে সেটলাররা উত্তেজিত হয়ে আমাদের উপর হামলা চালায়। সেটলাররা মোটর সাইকেলযোগে ও পায়ে হেঁটে বান্দরশিং ক্রসিং এলাকায় জড়ো হতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে ক্রসিং-এর পাহাড়িরা অনেকে পালিয়ে যায়। আমিও পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি। এ সময় ৯ জন সেটলার আমাকে খাপটে ধরে লাঠিসোটা, দা ইত্যাদি দিয়ে মারধর করে। এর পরপরই সেটলাররা পাহাড়িদের গ্রামে হামলা ও বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া শুরু করে। এ সময় বিজিবি সদস্যরা সেটলারদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। পরে তারা আমাদের ১১ জনকে সেটলারদের হাত থেকে উদ্ধার করে বান্দরশিং পাড়া ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সুকুমনিকে কোথায় নিয়ে গেছে তখন আর আমরা জানতে পারিনি। আমরা সারারাত বিজিবি ক্যাম্পে ছিলাম। পরদিন মন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসলে আমাদেরকে সেখানে বগাপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়।

হামলায় পালিয়ে গিয়ে ভারতের সীমান্তে ও অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ:

সেটলাররা যখন হামলা শুরু করে তখন বান্দরশিং পাড়া, বগা পাড়া, সর্বেশ্বর পাড়া, মনুদাস পাড়া, তালুকদার পাড়া, আচলং মগ পাড়া, তুংগ মহাজন পাড়া, কৃষ্ণ দয়াল পাড়া, ত্রিপুরা হেডম্যান পাড়া, লাইফু কুমার পাড়া, পোড়াবাড়ী ও বাজিমুড়ো পাড়ায় বসবাসরত ৯ শতাধিক পাহাড়ি পরিবার ভয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। এর মধ্যে ৪৬২ পরিবারের প্রায় ২ সহস্রাধিক নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফেনী নদীর ওপারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এছাড়া আরো ৪৪৪ পরিবারের প্রায় দেড় সহস্রাধিক পাহাড়ি পানছড়ি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ও বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে হামলা থেকে রক্ষা করেন।

ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ:

সেটলাররা পাহাড়িদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ছাড়াও ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট চালায়। এর ফলে দেড় কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। সর্বেশ্বরপাড়ায় ১৭টি, বগাপাড়ায় ১২টি, বান্দরশিং পাড়ায় ৩টি ও তালুকদারপাড়ায় ২টি বাড়ি মিলে মোট ৩৪টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। এছাড়া সর্বেশ্বরপাড়ায় ১টি বৌদ্ধ মন্দির ও একটি দোকানও হামলায় ভস্মীভূত হয়। যার আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২,৬০,০৮০ টাকা।

অগ্নিসংযোগ ছাড়াও ৬টি গ্রামের মোট আড়াই শতাধিক বাড়িতে ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা হয়। টিভি, সোলার, ধানের মেশিন থেকে শুরু করে ধান-চাউল, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, বাসন-কোচন, হাড়িপাতিল, গৃহস্থালির সরঞ্জাম সবকিছু ভাংচুর, লুটপাট করা হয় অথবা নষ্ট করে দেয়া হয়। এছাড়া মনুদাস পাড়া জনসেবা বুদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি ভাংচুর, বুদ্ধমূর্তিসহ বিহারের জিনিসপত্র লুটপাট করা হয়। এতে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১,০৮,৯৩,৫৩০ টাকা। সব মিলিয়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১ কোটি ৭১ লাখ টাকার অধিক।

এছাড়া বগাপাড়া, সর্বেশ্বরপাড়া ও বান্দরশিংপাড়ায় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ পড়ুয়া ২৭ জন শিক্ষার্থীর বইপত্র পুড়ে ছাই অথবা নষ্ট হয়ে যায়। তাদের শিক্ষা জীবন চরম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, যারা ঘরবাড়ি ১০ম পাতায় দেখুন

তাইন্দংয়ে সেটলারদের লাগিয়ে দেয়া আগুনে জ্বলছে পাহাড়িদের বাড়ি

সেটলারদের দেয়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া বসতবাড়ি

পোড়া ধানের স্তুপ থেকে ভালো ধান বাছাইয়ের চেষ্টা

পুড়ে যাওয়া বসত ভিটায় অসহায় হয়ে বসে আছে এই পরিবারটি

হামলার প্রতিবাদে ও বিভিন্ন দাবিতে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িরা মানববন্ধন করে; ১৯ আগস্ট ২০১৩

বিভিন্ন দাবি জানাচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার শিশুরা; ১৬ আগস্ট ২০১৩

খাগড়াছড়িতে ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটির প্রেস ব্রিফিং

তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে হামলার সাথে জড়িতদের শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার দাবি

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তাইন্দংয়ে গত ৩ আগস্ট সেটলার বাঙালি কর্তৃক পাহাড়ি গ্রামে হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাটের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন খাগড়াছড়ির বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

গত ১২ আগস্ট সকাল সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর এলাকার ঠিকাদার সমিতি ভবনের হলরুমে তাইন্দং-তবলছড়ি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটির ব্যানারে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তারা এ দাবি জানান।

প্রেস ব্রিফিংয়ে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটির আহ্বায়ক কিরণ মারমা। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির সভাপতি রবিশংকর তালুকদার, স্বনির্ভর বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সভাপতি দীপায়ন চাকমা, সমাজকর্মী অনুপম চাকমা ও ধীমান খীসা, হেডম্যান এসোসিয়েশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি ক্ষেত্র মোহন রোয়াজা, কার্বারী এসোসিয়েশনের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সভাপতি রণিক ত্রিপুরা, পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার সভাপতি ভদন্ত নন্দ প্রিয় থের ও সাধারণ সম্পাদক ভদন্ত অগ্রজ্যোতি থের, নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনারতন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের সভাপতি সোনালী চাকমা, তাইন্দং এলাকার ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটির প্রতিনিধি সুপায়ন চাকমা ও ৪নং লক্ষিবান ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান শান্তি জীবন চাকমা প্রমুখ।

তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে হামলার ঘটনা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত উল্লেখ করে প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়, হামলার আগে বেশ কয়েকদিন ধরে সেটলারদের মধ্যে পাহাড়ি-বিরোধী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও উত্তেজনা ছড়ানো হয়। এ সব বিষয় বিজিবি ও স্থানীয় প্রশাসন জানলেও তারা এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তারা হামলার ষড়যন্ত্র চালাতে ও পদ্ধতি গ্রহণে সেটলারদের সুযোগ দেয়। এমনকি ৩১ জুলাই রাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও পাহাড়িদের ভারত সীমান্তে পালিয়ে যাওয়ার খবরও কোন মিডিয়ায় প্রচার করা হয়নি। ফলে সেটলাররা বিনা বাধায় পাহাড়িদের উপর হামলা চালাতে দ্বিগুণ সাহস ও উৎসাহ পেয়ে যায়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে দাবি করা হয়, তাইন্দংয়ে সেটলার হামলায় ৩৪টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ সহ সর্বেশ্বর পাড়ায় একটি বৌদ্ধ বিহার ও একটি দোকান ঘরে আগুন দেয়া হয়েছে। যার ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ৬০ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। তাছাড়া ছয়টি গ্রামের ২৬১টি বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা হয়। এর ফলে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক কোটি ৭২ লাখ টাকার বেশি।

এছাড়া বগাপাড়া, সর্বেশ্বরপাড়া ও বান্দরশিংপাড়ায় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ পড়ুয়া ২৭ জন শিক্ষার্থীর বইপত্র পুড়ে ছাই অথবা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাদের শিক্ষা জীবন চরম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে অভিযোগ করে বলা হয়, তাইন্দং ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ফণীভূষণ চাকমাসহ ১২জনকে ক্রসিং নামক স্থানে বিজিবি জওয়ানদের উপস্থিতিতে সেটলাররা মারধর করে। এতে অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হন। এ সময় বিজিবি সেটলারদের নিবৃত্ত করতে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ১১ পাতায় দেখুন

তাইন্দং হামলার প্রতিবাদে ভারতের ত্রিপুরায় বসবাসরত পাহাড়িদের বিক্ষোভ। ছবি: সংগৃহীত

তাইন্দং সেটলার হামলার প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ

আগরতলা: মাটিরাঙ্গার তাইন্দং-এ পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলার প্রতিবাদে ত্রিপুরী, মগ ও চাকমা এ্যাকশন কমিটি গত ১২ আগস্ট ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। সকাল সাড়ে এগারটায় শুরু হওয়া এই বিক্ষোভে এক হাজারের মতো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও বাঙালি অংশগ্রহণ করেন।

তারা মিছিল সহকারে বাংলাদেশ ভিসা অফিসে গিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এতে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, দোষীদের শাস্তি ও ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধানসহ চার দফা দাবি তুলে ধরেন।

এ্যাকশন কমিটির নেতারা বাংলাদেশ ভিসা অফিসের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনেরও আয়োজন করেন। তারা তাইন্দং-এ পাহাড়ি গ্রামে ৩ আগস্ট পরিকল্পিত সেটলার হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

জুম্মদের নিরাপত্তা দাবি ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস ও বিজেপির

আগরতলা: ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি ও বিজেপি ৬ আগস্ট মঙ্গলবার মাটিরাঙ্গার তাইন্দং-এ সাম্প্রদায়িক হামলায় উৎখাত হওয়া পাহাড়িদের স্থায়ী পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা দাবি করেছে।

ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি দিবা চন্দ্র রাঙ্খল ও কার্যকরী সভাপতি আশীষ সাহার নেতৃত্বে কংগ্রেসের ২০০ সদস্য আগরতলায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধান ওবায়দুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করে তার হাতে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বরাবর লেখা এই স্মারকলিপিতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তাইন্দং-এ সেটলার হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের যথাযথ পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার দাবি জানান।

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) রাজ্য শাখার সভাপতি সুধীন্দ্র দাসগুপ্তের নেতৃত্বে অন্য একটি দল রহমানের সাথে দেখা করে একই দাবি তুলে ধরেন।

রাঙ্খল বলেন, "আমরা এখানে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছি, আমাদের দাবি পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।" তিনি আরো বলেন, কংগ্রেস চায় বাংলাদেশী নাগরিকদের এবং বিশেষত সংখ্যালঘুদের সাথে সমান আচরণ করা হোক।

দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। সরকারকে অবশ্যই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং অমুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে হবে।

বিএসএফের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ভাস্কর রাওয়াট বলেন: "পাহাড়িরা বাংলাদেশে জাতিগত সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পর গত শনিবার সন্ধ্যায় ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করে। তাদেরকে সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়ার কাছে বিএসএফ আটকিয়ে দেয়। তাদেরকে আমরা খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য দিয়েছি।"

বাঘাইছড়িতে বিজিবি কর্তৃক এক নিরীহ ব্যক্তি আটক, পরে জামিনে মুক্তি

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বারিবিন্দু ঘাট থেকে বিজিবি কর্তৃক হিরন্ময় চাকমা(৪৫) নামে এক নিরীহ ব্যক্তিকে আটক করে। তিনি রূপকারী ইউনিয়নের গলাছড়ি গ্রামের কৃষ্ণ মোহন চাকমার ছেলে। অবশ্য আটকের কয়েকদিন পরে তিনি রাঙামাটি জেলা কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান।

আটক হিরন্ময় চাকমা পেশায় একজন নৌকার মাঝি। বারিবিন্দু ঘাটে নৌকায় লোক পারাপার করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন।

জানা যায়, গত ২১ জুলাই রবিবার বেলা আড়াইটার দিকে মারিশ্যা জোন থেকে একদল বিজিবি ও বাঘাইছড়ি থানার একদল পুলিশ যৌথভাবে বারিবিন্দু ঘাট থেকে হিরন্ময় চাকমাকে আটক করে নিয়ে যায়। আটকের পর তাকে বাঘাইছড়ি থানায় নিয়ে গিয়ে পরদিন রাঙামাটি জেলে পাঠানো হয়। কয়েকদিন কারাভোগের পর রাঙামাটি জেলা আদালত জামিন মঞ্জুর করলে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

মাটিরাঙ্গায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬ জন গ্রেফতার

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলায় পৃথক দু'টি ঘটনায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে একই পরিবারের ৩ জন রয়েছেন। উপজেলার সাপমারা ও বাইল্যাছড়ি এলাকায় এ গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে।

গত ২৯ জুলাই দুপুর ১২টার দিকে সাপমারা গ্রাম থেকে সেনাবাহিনী একই পরিবারের তিন জন সহ ৪ নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন, সাপমারা গ্রামের বাসিন্দা বইদ্যা ত্রিপুরার ছেলে গজেন্দ্র ত্রিপুরা (৬০), এবং তার দুই ছেলে ধরেন কিশোর ত্রিপুরা (৩০) ও অনিল বিকাশ ত্রিপুরা (২৫) এবং একই গ্রামের লাল কিশোর ত্রিপুরার ছেলে হিমেল জ্যোতি ত্রিপুরা (৩৩)।

গ্রেফতারের পর সেনা সদস্যরা তাদেরকে মাটিরাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করে। পরে মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলা দিয়ে তাদেরকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠায় পুলিশ।

এর আগে ২৫ জুলাই অপর এক ঘটনায় বাইল্যাছড়ি সাইনবোর্ড এলাকা থেকে সেনাবাহিনী দুই যুবককে গ্রেফতার করে। তারা হলেন, রোংখড পাড়ার জগদীশ ত্রিপুরার ছেলে সুমন্ত ত্রিপুরা(২২) ও ওয়াছুর বাসিন্দা মনিন্দ্র ত্রিপুরার ছেলে কিরণ বিকাশ ত্রিপুরা(২৫)।

সেদিন সুমন্ত ত্রিপুরা বাল্যাছড়ি সাইনবোর্ড এলাকার নির্মল ত্রিপুরার দোকানে বসেছিলেন। এ সময় মাটিরাঙ্গা জোন থেকে একদল সেনা সেখানে এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। একই সময় সেনারা কিরণ বিকাশ ত্রিপুরাকেও গ্রেফতার করে। পরে রাতে তাদেরকে গুইমারা থানায় হস্তান্তর করা হলে তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলা দিয়ে পরদিন খাগড়াছড়ি জেলে পাঠানো হয়।

বিহারে মাইকে শীলা দেয়া যাবে না

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট জোনের এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন ইয়াছির আরাফাত গত ২৩ আগস্ট বাঘাইহাটের নোয়াপাড়া গ্রামের কার্বারী চিত্ত রঞ্জন চাকমাকে জোনে ডেকে 'বৌদ্ধ বিহারে মাইকে শীলা দেয়া যাবে না' এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে। ক্যাপ্টেন ইয়াছির কার্বারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন "আজ থেকে বিহারের (নোয়া পাড়া বৌদ্ধ বিহার) ভান্তে যাতে ভোর রাতে মাইকে শীলা না দেয়। মাইকে শীলা দিলে আমাদের ডিস্টার্ব হয়। যদি শীলা দিতে হয় তাহলে আযানের পর দিতে হবে।" এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মাটিরাঙ্গার গোমতিতে বিজিবি কর্তৃক এইচডব্লিউএফের দুই নেতা-কর্মী আটক, পরে মুক্তি

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতী বাজারের পার্শ্ববর্তী অনিল হেডম্যানের বাড়ি থেকে ১৫ জুলাই সোমবার সন্ধ্যা বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে পলাশপুর জোনের বিজিবি সদস্যরা হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডব্লিউএফ)-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাত্রী চাকমা ও দিঘীনালা থানা কমিটির সদস্য চম্পা চাকমাকে আটক করে মাটিরাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করে। এ সময় বিজিবি সদস্যরা অনিল হেডম্যানকেও তাদের সাথে থানায় নিয়ে যায়। পরে রাত সাড়ে ১১টায় তাদেরকে মাটিরাঙ্গা থানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

পঞ্চসেন ত্রিপুরাকে হত্যার প্রতিবাদে ও হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে গোমতি বাজারে যুব ফোরামের আয়োজিত ১৮ জুলাইয়ের প্রতিবাদ সমাবেশ প্রস্তুতির জন্য মাত্রী চাকমা ও চম্পা চাকমা ১৪ জুলাই খাগড়াছড়ি থেকে গোমতিতে সাংগঠনিক কাজে গিয়েছিলেন। সাংগঠনিক কাজের সুবিধার্থে তারা অনিল হেডম্যানের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

এ ঘটনার পর বিজিবি'র পলাশপুর জোন কমান্ডার লে: কর্নেল নুরুজ্জামানের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রথমে আটকের ঘটনাটি অস্বীকার করেন। পরে অবশ্য তিনি আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, "রাস্তায় টহল দেয়ার সময় অপরিচিত দেখে বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে মাটিরাঙ্গা থানায় নিয়ে গেছে। তারা এখন মাটিরাঙ্গা থানায় রয়েছে। তাদেরকে কিছুক্ষণের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে।"

মাটিরাঙ্গা থানায় যোগাযোগ করা হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাঈন উদ্দিন খান আটককৃতদের ছেড়ে দেয়ার আশ্বাস দিলেও বিজিবি'র চাপে ছেড়ে দিতে অনেক গড়িমসি করা হয়। পরে রাত সাড়ে ৮টার দিকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ানের নেতৃত্বে একটি টিম মাটিরাঙ্গা থানায় গেলে রাত সাড়ে ১১টায় তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান এ আটকের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, বিজিবি সদস্য কর্তৃক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতা-কর্মী আটকের ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী সমাজের উপর চরম আঘাত এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

তারা মাটিরাঙ্গা সহ পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা ও নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক অযথা নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধের জোর দাবি জানান।

আবারো আটক সুশান্ত ত্রিপুরা

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুশান্ত ত্রিপুরাকে আবারো সেনাবাহিনী আটক করেছে। গত ৫ আগস্ট তাইন্দং হামলার প্রতিবাদে ইউপিডিএফের ডাকা সড়ক অবরোধ চলাকালে মাটিরাঙ্গার বাইল্যাছড়ি এলাকা থেকে সেটলার বাঙালিরা তাকে ধরে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। পরে সেনারা গুইমারা থানায় হস্তান্তর করলে পুলিশ তাকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠায়।

এর আগে ৮ জুন সুশান্ত ত্রিপুরা ও পিসিপি'র মাটিরাঙ্গা উপজেলা কমিটির সদস্য অমল ত্রিপুরাকে গোমতি ইউনিয়নের তাইপা এলাকা থেকে বিজিবি সদস্যরা আটক করে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দিয়ে খাগড়াছড়ি জেলে পাঠায়। দীর্ঘ এক মাসের অধিক কারাভোগের পর ১৬ জুলাই তারা দু'জনই জামিনে মুক্তি পান। মুক্তির ২০ দিনের মাথায় সুশান্ত ত্রিপুরা আবারো আটক হলেন।

বাঘাইছড়িতে সেনা অভিযানের নামে জনগণকে হয়রানির অভিযোগ

রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে ৫ টেলিটক কর্মীকে উদ্ধার অভিযানে নামে সেনাবাহিনী কর্তৃক সাধারণ লোকজনের ওপর ব্যাপক হয়রানি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, ৮ জুলাই বারিবিন্দু ঘাট এলাকা থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর কোম্পানী টেলিটকের ৫ জন কর্মী অপহরণের অভিযোগ করে তাদের উদ্ধারের নামে সেনাবাহিনী ৯ জুলাই থেকে অভিযান শুরু করে। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলা সেনা অভিযানে সাধারণ নিরীহ পাহাড়িদের অহেতুক মারধর ও হয়রানি করা হয়েছে বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বঙ্গলতলী, বালুখালী, তিনখাল্যা ও রূপকারীসহ বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন চালায়। এ সময় তারা বালুখালী গ্রামের জলঙ্গ কুমার চাকমার ছেলে জ্ঞানাঙ্কর চাকমাকে (৩৫) মারধর ও তার বড় ভাই স্মরণাঙ্কর চাকমার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এছাড়া সেনারা একই গ্রামের লক্ষীরাজ চাকমা (৩২) ও স্নেহ কুমার চাকমাকে (৪৫) আটক করে নিয়ে যায়। যদিও তাদেরকে পরে ছেড়ে দেয়া হয়। এর আগে সেনা সদস্যরা পশ্চিম বালুখালী গ"ামের পূর্ণদর্শী চাকমা (৫০), ঋগড়াবিল গ্রামের নোবেল চাকমা (১৯) ও রুবেল চাকমার (২২) কাছ থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।" তাদের মোবাইল গুলো ফেরত দেয়া হয়েছে কিনা তা অবশ্য জানা

বন্দুকভাঙ্গায় সন্তু গ্রুপ কর্তৃক চার গ্রামবাসী অপহৃত, পরে মুক্তি

রাঙামাটির বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নে পৃথক দু'টি ঘটনায় সন্তু গ্রুপ কর্তৃক চার গ্রামবাসী অপহৃত হয়েছেন। গত ১১ ও ২১ জুলাই এ অপহরণ ঘটনা ঘটে। তবে সন্ত্রাসীরা তাদের সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গত ২১ জুলাই রবিবার রাত সাড়ে ১০টার সময় সন্তু গ্রুপের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের মগপাড়া নামক গ্রামে হানা দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা নিজ বাড়ি থেকে জগদীশ চাকমা(৩৫) পিতা- নলিনী চাকমা নামে এক গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পর দিন অর্থাৎ ২২ জুলাই স্থানীয় মুরুব্বীদের জিম্মায় সন্ত্রাসীরা তাকে ছেড়ে দেয়।

এর আগে গত ১১ জুলাই অপর এক ঘটনায় একই ইউনিয়নের ভুরবান্যা গ্রাম থেকে রেজম ছলো চাকমার ছেলে চন্দ্র বাহু চাকমা(৩৫), ইল্লোল চাকমার ছেলে ভুদিছলো চাকমা(৫৮) ও দুংগল চাকমার ছেলে.বীরবাহু চাকমাকে অপহরণে করে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা। ভোর ৬ টায় নিজ বাড়ি থেকে তাদেরকে অপহরণ করা হয়। পরে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে অর্ধেক রাস্তা থেকে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে যায়।

দিঘীনালায় সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গুলিতে একজন আহত

দিঘীনালা: খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলায় গত ৫ আগস্ট সোমবার সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে সমধানন্দ চাকমা (৪৫) নামে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

আহত সমধানন্দ চাকমা জেএসএস (এমএন লারমা)-এর সাধারণ সম্পাদক তাতিন্দ্র লাল চাকমা ওরফে পেলে বাবুর ছোট ভাই ।

জানা যায়, ঘটনার দিন রাত অনুমানিক ৮টার সময় সমদানন্দ চাকমা কাজ শেষে উপজেলার কলেজ টিলায় নিজ বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে তিনি পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। তাকে প্রথমে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বরকলে সেটলার বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ি কিশোরী ধর্ষিত!

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নিন্দা ও প্রতিবাদ

রাঙামাটি বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের উকছড়ি গ্রামে গত ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার সেটলার বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ি কিশোরী(১৫) ধর্ষিত হয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন বিকাল ৪-৫ টার দিকে বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরের একটি টিলা থেকে ঐ কিশোরী ছাগল আনতে যায়। এ সময় বরুণাছড়ি গ্রামের মো: ইদ্রিস-এর ছেলে মো: মালেক (২৫) ঐ কিশোরীকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে কিশোরীটি স্থানীয় দোকানে এসে ঘটনাটি জানায়।

এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সেটলার মরুব্বীরা এসে স্থানীয় কয়েকজন পাহাড়িকে সাথে নিয়ে এক সালিশী বৈঠক করে। এতে মো: মালেককে দোষী সাব্যস্ত করা হলেও মাত্র ৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে মীমাংসা করে দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় থানায় কোন মামলা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

এদিকে, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্ষণকারী মালেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীকে গ্রাম্য সালিশী বৈঠকে শুধু আর্থিক দন্ড প্রদান করে ধর্ষককে রক্ষার প্রচেষ্টারও তীব্র প্রতিবাদ করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আর্থিক দন্ড দিয়ে ধর্ষণকারীর বিচার সমাধা করার ঘটনা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজের জন্য লজ্জাজনক। ধর্ষণের অপরাধ বাংলাদেশের আইনের দৃষ্টিতে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য। সুতরাং অভিযুক্ত অপরাধীকে ফৌজদারী আইনের ভিত্তিতে আইনের আওতায় এনে গ্রেপ্তার ও বিচার করতে হবে।

গুইমারায় পুলিশ সদস্য কর্তৃক এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা !

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা থানাধীন বাইল্যাছড়ির কবুতরছড়া এলাকায় গত ২ আগস্ট শুক্রবার রাতে পুলিশ সদস্য কর্তৃক এক পাহাড়ি নারীকে (২০) ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে।

জানা যায়, বাইল্যাছড়ি কবুতরছড়া যাত্রী ছাউনির পাশে বাইল্যাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা মংপাই মারমার একটি দোকান রয়েছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। ঐদিন রাত ৮টার সময় গুইমারা থানার টহলরত পুলিশ সদস্য (কনস্টেবল) বকুল মংপাই মারমার দোকানে গিয়ে পাশের রান্নাঘরে ঢুকে তার স্ত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ প্রচেষ্টা চালায়। পরে এ ঘটনা টের পেয়ে মংপাই মারমার ছোট ভাই মংপ্রুঅং মারমা এগিয়ে গিয়ে তাকে রক্ষা করেন। এ সময় পুলিশ সদস্যটি দৌড়ে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর গুইমারা থানার পুলিশ কর্মকর্তারা মংপাই মারমার দোকানে এসে এ বিষয়ে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেন।

ঘটনার প্রতিবাদে ও আগস্ট বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গুইমারায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

এদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের সভাপতি সোনালী চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কনিকা দেওয়ান এক যৌথ বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নেতৃদ্বয় রক্ষক থেকে ভক্ষক হওয়া উক্ত পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করে তাকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার দাবি জানান।

লক্ষীছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের কুলুকছড়ি বাজার পাড়া থেকে গত ২৭ জুলাই শনিবার রাতে সেনা-সন্ত্র মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কর্তৃক মগ্যা চাকমা (৪৫) নামে এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত হয়েছে। তার পিতার নাম চিবাগালা চাকমা। তিনি ফটিকছড়ি উপজেলার নানুপুর বাসিন্দা মোঃ শরীফের বাগানে চৌকিদার হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

ঘটনার দিন ভোর ৪টার দিকে ফটিকছড়ির খিরামস্থ গাছবান্যা নামক স্থান থেকে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী দলটি কুদুকছড়ি বাজার পাড়ায় হানা দিয়ে মগ্যা চাকমাকে নিজ বাড়ি থেকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীদের একটি সশস্ত্র গ্রুপ বেশ কয়েক দিন ধরে ফটিকছড়ির খিরামের গাছবান্যা নামক এলাকায় সেনা ক্যাম্পের পাশে অবস্থান করছে। এখান থেকে তারা লোকজনকে অপহরণ, নির্যাতন, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ভয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফটিকছড়ির সীমান্ত এলাকার পাহাড়ি বাঙালি জনগণ চরম আতঙ্কে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না।

অপহৃত মগ্যা চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

তাইন্দং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়া প্রতিনিধি দলের সমালোচনায় ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটি

খাগড়াছড়িতে সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত না করায় তাইন্দংয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়া সিএইচটি কমিশন কমিশন ও আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস-এর প্রতিনিধি দলের কড়া সমালোচনা করেছে সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত তাইন্দং-তবলছড়ি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গঠিত 'ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটি'। 'ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটি'র আহ্বায়ক কিরণ মারমা ও সদস্য সচিব দীপায়ন চাকমা ২০ আগস্ট মঙ্গলবার সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে অভিযোগ করে বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে খাগড়াছড়িতে ফেরার পর গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটির নেতৃবৃন্দ উক্ত প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত করতে চাইলে দলটি সাক্ষাত করতে অসম্মতি জানায়। এছাড়া দলটি খাগড়াছড়ির সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের সাথেও কোন সাক্ষাত করেনি। নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধি দলের এ আচরণের কড়া সমালোচনা করেছেন এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, তাইন্দং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়া প্রতিনিধি দলটি সুশীল সমাজের সাথে কোন প্রকার সাক্ষাত বা আলাপ না করে শুধুমাত্র স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সাক্ষাত করেছেন। যা এখানকার সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে হেয় করারই সামিল। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রতিনিধি দলের কাছে এ ধরনের আচরণ কিছুতেই কাম্য নয়।

বিবৃতিতে তারা বলেন, ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজকে পাশ কাটিয়ে তাদের এই সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে এলাকার জনগণের কাছে যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইন্দং হামলা বিষয়ে এ প্রতিনিধি দলটি কি ধরনের প্রতিবেদন দাখিল করবে তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩ আগস্ট খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নে অপহরণ নাটক সাজিয়ে সেটেলাররা কয়েকটি পাহাড়ি গ্রামে হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট চালায়।

এ ঘটনার ১৬ দিন পর গতকাল ১৯ আগস্ট সোমবার সিএইচটি কমিশন, জাতীয় সংসদের আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল তাইন্দং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিএইচটি কমিশনের সদস্য স্বপন আদনান, ব্যারিষ্টার সারা হোসেন ও খুশী কবীর, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিরূপা দেওয়ান এবং তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ প্রমুখ।

তাইন্দং হামলা:

পরিকল্পনা বিএনপি-জামায়াতের জানত আওয়ামী লীগ

[গত ১৪ আগস্ট দৈনিক মানবকণ্ঠে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি সামান্য পরিবর্তন করে এখানে প্রকাশ করা হলো-সম্পাদক]

হিমেল চাকমা, তাইন্দং মাটিরাঙ্গা থেকে ফিরে

গত ৩ আগস্ট খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নে অপহরণের গুজবে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ ঘটনাটি সম্পূর্ণ সাজানো নাটক বলে নিশ্চিত হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। পাহাড়িদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে তাদের ভূমি কেড়ে নেয়া, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এতে বলি হয়েছেন তাইন্দং ইউনিয়নের সর্বেশ্বরপাড়া, বগাপাড়া, তালুকদারপাড়া, বান্দরসিংপাড়ার পাহাড়িরা। এই চার গ্রামের ৩৫টি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এই চারটি গ্রামসহ মোট ৭টি গ্রামে চালানো হয়েছে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর।

এ অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনা বিএনপি-জামায়াতের, আগেই জানত আওয়ামী লীগ। সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

স্থানীয় বাঙালি, প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত এবং সাজানো।

বগাপাড়া গ্রামের কার্বারী বিনয় চাকমা বলেন, গত ৩০ ও ৩১ জুলাই রাতে তাইন্দং বাজারে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে মিছিল করে বাঙালিরা। ভয়ে তারা ঘর ছেড়ে ভারত সীমান্তে আশ্রয় নেয়। সীমান্ত উত্তপ্ত হওয়ায় ১ আগস্ট বিজিবি ও বিএসএফের পতাকা বৈঠকের পর নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে তারা ফিরে এলে ৩ আগস্ট বিকেলে তাদের গ্রামে হামলা করা হয়। ভয়ে তারা আবারো ভারত সীমান্তে আশ্রয় নেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী আবুল হোসেন বলেন, ঘটনার এক সপ্তাহ আগে পাহাড়ি-বাঙালিরা কেউ ঘুমাতে পারিনি। হঠাৎ রাতে একদিকে জেএসএস অন্যদিকে ইউপিডিএফ ঢুকেছে বলে চিৎকার শুরু করে বাঙালিদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়। আতশবাজি ফোটানো হয়। এভাবে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলে।

নাটক যেভাবে শুরু: প্রত্যক্ষদর্শী আবুল হোসেন বলেন, ঘটনার দিন সাড়ে ১০টার দিকে মোটরসাইকেলে করে কথিত অপহৃত কামাল হোসেন তাইন্দংয়ের আবেদ আলী মেম্বারকে সঙ্গে নিয়ে বগাপাড়া গ্রামের গোপাল চাকমার (পূর্ণমনি) দোকানে আসেন। এখান থেকে তারা চলে যাওয়ার পর আধা ঘন্টা পরই নায়েব আলী ও মো. মালেক মোটরসাইকেল খুঁজতে শুরু করেন। এ সময় তারা বলেন, কামালকে ক্রসিং এলাকায় কে যেন মারধর করছে সেখানে যেতে হবে।

এ খবর শোনার পর পাহাড়ি নেতারা ক্রসিং এলাকায় যায়। সেখানে আগে থেকে উপস্থিত ছিলেন বাইরের এলাকার অনেক পরিচিত ও অপরিচিত অর্ধশতাধিক বাঙালি। নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল ইসলাম সিরাজি, কাসেম মেম্বার, রফিক মেম্বার, আবু হানিফ মেম্বার, আমিন টেইলারসহ নাম না জানা অনেকে। পাহাড়িরা সেখানে পৌঁছার পর পরই তাদের ওপর হামলা শুরু হয়। খবর শুনে পাশে তানাক্কাপাড়া বিজিবি ক্যাম্পের সুবেদার বাদশা মিয়া ও তাইন্দং ইউপি চেয়ারম্যান আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বান্দরসিং পাড়ার বিজিবি ক্যাম্পে পাঠায়। এ সময়ের মধ্যে বগাপাড়া, তালুকদার পাড়া, সর্বেশ্বরপাড়ায় পাহাড়িদের ঘরে আগুন দেয়া হয়।

মোবাইল রেকর্ডে উদ্ধারের আকুতি জানান অপহৃত কামাল: পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর তানাক্কাপাড়া বিজিবি ক্যাম্পের সুবেদার বাদশা মিয়া স্থানীয় বাঙালি নেতাদের নিয়ে অপহৃত কামাল হোসেনের বাড়ি বটতলী তানক্কা পাড়ায় যান। যাওয়ার পর সিরাজুল ইসলাম সিরাজি অনুসারী এক বাঙালি ছেলে এসে বাদশা মিয়াকে একটি মোবাইল রেকর্ড শোনান। রেকর্ডে কামাল হোসেন বলছেন, আমাকে বাঁচান, কিভাবে বাঁচানো হবে জানি না। আমার চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে। আমাকে গর্তে রাখা হয়েছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ইত্যাদি...।

তাইন্দং ইউপি চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম বলেন, কামাল হোসেন অপহৃত হননি। কোনো পাহাড়ি তাকে মারধর করেনি। এর আগে সিরাজুল ইসলাম সিরাজি ও তার বাহিনী সোহাগ নামে এক বাঙালি ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করে মনুদাশপাড়ার এক পাহাড়ি ঘরের পাশে জমিতে রেখে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায়।

বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে ক্রসিং এলাকা বেছে নেয়া হয়: ক্রসিং হল তানক্কাপাড়া-বান্দরসিং-ভগবান টিলার বিজিবি ক্যাম্পের অভ্যন্তরে একটি স্থান। এর পূর্বপাশে বাংলাদেশ, পশ্চিম পাশে ভারত। স্থানীয়দের মতে, শান্তিবাহিনী থাকাকালীন এই ক্রসিং দিয়ে শান্তিবাহিনী যাতায়াত করত। স্থানীয়দের কথামতো এটি একসময় বিপজ্জনক ছিল। সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করতেই ৩ আগস্ট এই ক্রসিং এলাকায় অপহরণের নাটক করা হয়। যাতে বাঙালিরা সহজে বুঝতে পারে পাহাড়িরা এটি করেছে।

পরিকল্পনা করেছিল জামায়াত-বিএনপি জানত আওয়ামী লীগ: স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পাহাড়ি গ্রামের অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ভাঙচুর করে পাহাড়িদের তাড়ানোর পরিকল্পনা করেছিল জামায়াত-বিএনপির একটি চক্র। এই পরিকল্পনা জানতেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা। কেননা প্রকাশ্যে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে মিছিল করা হয়েছিল বাঙালিদের এলাকায়। আওয়ামী লীগ নেতারা চাইলে প্রশাসনকে জানিয়ে এর প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করতে পারতেন। স্থানীয়রা জানান, তাইন্দং ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি নির্বাচনে পাহাড়িদের ভোট পেয়েছিলেন। ওই নির্বাচনে পরাজিত হন বিএনপির প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম সিরাজি। এ কারণে পাহাড়িরা বিএনপি অর্থাৎ সিরাজুল ইসলামের চোখে চক্ষুশূল হয়। নির্বাচনে হারার পর থেকে পাহাড়িদের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য নানান চক্রান্ত করে আসছিলেন সিরাজি।

ঘটনার দিন দিশেহারা হয় বিজিবি: সীমান্ত এলাকায় কোনো পুলিশ ও সেনা ক্যাম্প না থাকায় সীমান্ত রক্ষা করবেন নাকি জননিরাপত্তা দেবেন এ নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে বিজিবির। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজিবি ফেনীছড়া সীমান্ত ফাঁড়ির এক কর্মকর্তা বলেন, ঘটনার দিন এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিলে পাহাড়িরা ফেনীছড়া সীমান্ত ফাঁড়ি হয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের কাছে ওপর থেকে নির্দেশ আসে পাহাড়িরা যাতে ভারতের দিকে না যেতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা করা। নির্দেশ পেয়ে বিজিবি পাহাড়িদের বাধা দেয়। যখন বগাপাড়া, সর্বেশ্বরপাড়ার দিকে পাহাড়িদের ঘরে আগুন দেয়া হচ্ছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলি উড়ছে তখন আর পাহাড়িদের ধরে রাখা যায়নি। শত শত পাহাড়ি বিজিবির শত বাধাকে উপেক্ষা করে ভারত সীমান্তে আশ্রয় নেয়। এ সময় বিজিবির কোনো কিছুই করার ছিল না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় প্রায় ২শ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। হামলার পরিকল্পনাকারীদের ১১ পাতায় দেখুন

জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের কাণ্ডজ্ঞানহীন, অনভিপ্রেত, দুঃখজনক : ডিওয়াইএফ

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা ৬ আগস্ট মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তাইন্দং-এ সেটলার হামলা সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের দেয়া বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ জুম্ম জনগণের উপর এ ধরনের সংঘবদ্ধ হামলা হয় কেন?" রাঙামাটিতে সোমবার আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচী পালনকালে দেয়া সন্তু গ্রুপের নেতাদের এই বক্তব্য অনভিপ্রেত, দুঃখজনক ও তা তাইন্দং-এ নিরীহ পাহাড়িদের উপর সেটলারদের হামলাকে ন্যায্যতা (justify) দেয়ার সামিল।

তিনি বলেন যেখানে তাইন্দং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম ও একই ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বার ফণী ভূষণ চাকমা অপহরণ ঘটনাকে 'পূর্বপরিকল্পিত', 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত' ও 'সাজানো নাটক' বলে অভিহিত করেছেন, সেখানে সন্তু গ্রুপের এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য হামলাকারী সেটলারদেরকেই লাভবান করবে।

নতুন কুমার চাকমা বলেন সন্তু গ্রুপের নেতাদের বক্তব্যে প্রমাণিত হয় তারা উগ্র সাম্প্রদায়িক সেটলারদের মিথ্যা ও আজগুবি প্রচারণায় কচি খোকাটির মতো কেবল বিভ্রান্ত হয়েছেন তাই নয়, তারা উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সেটলারদের সাথে সুর মিলিয়ে অপপ্রচারণায়ও অংশীদার হলেন।

তিনি আরো বলেন, "অতীতে চুক্তির আগে ও পরে সেটলাররা পানছড়ি, খাগড়াছড়ি ও রামগড়সহ বিভিন্ন এলাকায় তাইন্দং-এর মতো 'অপহরণ' নাটক সাজিয়ে পাহাড়িদের উপর হামলা চালিয়েছে অথবা হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে। এমনকি ২০০৯ সালে পানছড়িতে জনৈক সেটলার নিজের মৃত স্ত্রীর লাশ পাহাড়িদের গ্রামের পাশে রেখে দিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে পাহাড়িদের উপর হামলার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিল। রামগড়েও সেটলাররা তাদের সহ-সেটলারকে হত্যা করে তার দোষ পাহাড়িদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করতে চেয়েছিল, কিন্তু কতিপয় সেনা সদস্যের হস্তক্ষেপের কারণে তা সম্ভব হয়নি। সাজেক হামলার সময়ও প্রচার করা হয় 'সন্ত্রাসীরা আগে বাঙালিদের দিকে গুলি চালিয়েছিল', যা পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। একইভাবে গত বছর রাঙামাটি হামলাও পূর্বপরিকল্পিতভাবে সংঘটিত করা হয়েছিল। তাইন্দং-এ 'অপহরণের' ঘটনাও এ ধরনের একটি সাজানো নাটক, পাহাড়িদের উপর হামলায় ব্যাপক সংখ্যক সেটলারকে উত্তেজিত করার জন্যই তা মঞ্চস্থ করা হয়েছে। অথচ এ সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হওয়ার পরও সন্তু গ্রুপ সাধারণ জনগণকে হতাশ করে সেটলারদের মিথ্যা প্রচারণাকে পরম সত্য বলে মেনে নিয়ে মীর জাফরের ভূমিকা পালন করেছে।"

ডিওয়াইএফ নেতা বলেন, সন্তু গ্রুপের নেতারা 'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্বার্থে সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসনসহ সরকারকে আহ্বান' জানিয়ে আরো একবার প্রমাণ করলেন তারা সরকারের দালাল হিসেবে কত নিকৃষ্ট ও নীচু জাতের।

নতুন কুমার চাকমা সন্তু গ্রুপের নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন "মাঝে মধ্যে দু'একটি লোকদেখানো মানববন্ধন ও মেকী সরকার-বিরোধী বক্তব্য আপনাদের দালালী ও প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাকে কখনোই আড়াল করতে পারবে না।" তিনি সন্তু গ্রুপকে সরকার, সেনাবাহিনী ও সেটলারদের উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর দালালী না করে মতিভ্রম-দশা থেকে মুক্ত হয়ে জনতার কাতারে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

৪র্থ বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা ঃ ২৪ আগস্ট ২০১৩ ঃ জাতীয় ডাক

সম্পাদকীয়

৪র্থবর্ষ ঃ ৪র্থসংখ্যা ঃ ২৪ আগস্ট ২০১৩

তাইন্দং ঘটনা ঃ নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার্থে পাহাড়িদের করণীয়

দেশে সংখ্যালঘু জাতি ও সম্প্রদায় নিরাপদ নয়, তা বারে বারে প্রমাণিত হচ্ছে। সর্ব সাম্প্রতিক খাগড়াছড়ির তাইন্দং ঘটনা তা আবারও সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ি জনগণের মিত্র নয়, তা আরও স্পষ্ট হল। দুর্বল, সংখ্যালঘু, দরিদ্র ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর জাতি জনগোষ্ঠীকে রক্ষার্থে ও তাদের উন্নতির জন্য এ ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত লুটেরা সরকার কিছুই করে না। নিজেদের স্বার্থ ও ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে শাসকগোষ্ঠী একের পর এক কালাকানুন প্রণয়ন করছে। বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাস করে ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি ও জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে বাঙালি জাতীয়তা। তার আগেই রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করে আরেক সরকার তাদের ঠেলে দিয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের কাতারে। এ লুটেরা শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রকে সংখ্যালঘু তথা ভিন্ন ভাষাভাষী জাতির কারাগারে পরিণত করেছে।

এটা দিবালোকের স্পষ্ট হয়েছে যে, সেনা-বিজিবি-পুলিশ-আনসার-ভিডিপি-- ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ সংখ্যালঘু জনগণের বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত নয়, উল্টো এ সংস্থাসমূহই হচ্ছে সবচে' বড় হুমকি। তাইন্দং হামলা ও লোগাঙ হত্যাকাণ্ডসহ অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তার প্রত্যেকটিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ। এ সমস্ত ঘটনা তারই প্রমাণ। তাইন্দ্যং-এ অপহরণ নাটকের সকল প্রস্তুতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল নিকটস্থ বিজিবি কর্তৃপক্ষ, ঘটনার পরম্পরায় তাই প্রমাণিত হয়। কথিত অপহরণের ব্যাপারে আলোচনার কথা বলে বিজিবি কর্মকর্তারা ফোনে নেতৃস্থানীয় পাহাড়িদের ডেকে নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো করেছিল। তারা পরিকল্পিতভাবে সেটলারদের হাতে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দকে তুলে দিয়ে শারীরিকভাবে মারধরের মুখে ঠেলে দিয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের প্রসঙ্গটি বাদ দিলেও ন্যূনতম চক্ষু লজ্জার খাতিরে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব বর্তায় বিজিবি কর্মকর্তাদের ওপর। তা তারা করেই নি, বরং তথ্য প্রমাণ অনুসারে আক্রমণে প্ররোচিত করেছিল সেটলারদের। বিজিবি কর্মকর্তা ও জওয়ানদের বলে বলীয়ান হয়েই ৩ আগস্ট তাইন্দ্যং-এ সেটলাররা পাহাড়ি গ্রামে হামলা করতে সাহস পেয়েছিল। লোগাঙ হত্যাকাণ্ডেও (১০ এপ্রিল '৯২) ভূমিকা ছিল গুচ্ছগ্রামের নিকটস্থ তৎকালীন বিডিআর ক্যাম্পের। বিডিআর জওয়ানদের বলে বলীয়ান হয়ে সে সময় সেটলাররা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ কাউখালি কলমপতি হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল ক্যাপ্টেন কামাল নামের সেনা কর্মকর্তা। এ দৃষ্টান্ত দীর্ঘ, তা এখানে বিশদ বিবরণের অবকাশ নেই।

বারে বারে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিটি ঘটনার ধরন প্রকৃতি বলতে গেলে একই। ভিন্ন শুধু স্থান ও সময়। তা কখনও তাইন্দং, কখনও বা লোগাঙ, কলমপতি বা পানছড়ি-নান্যাচর-মা'লছড়ি নয়ত সাজেক, ভবিষ্যতে যুক্ত হবে আরও অনেক নাম-- তা আগাম বলে দেয়া যায়! পাহাড়ি গ্রামের পাশে সেটলারের লাশের সন্ধান লাভ, যেমন খাগড়াছড়ির মা'জনপাড়ায় জনৈক জামালের লাশ উদ্ধার এবং ঐ ঘটনায় তৎকালীন পিসিপি-পিজিপি নেতৃবৃন্দকে মামলায় ফাঁসানো। তাইন্দং-এ সাজানো নাটকটি আসলে বিচ্ছিন্ন নয়, ধারাবাহিক নাটকের একটি এপিসোড মাত্র। রাষ্ট্রীয়ভাবে রচিত হয়ে আছে মূল নাটক, পার্বত্য চট্টগ্রামের 'মাটি চাই, মানুষ চাই না'।

সময়ে সময়ে তা বিভিন্ন জায়গায় বাস্তবায়িত হচ্ছে মাত্র। কাজেই তাইন্দং ঘটনায় শেষ, এটা মনে করার কোন ভিত্তি নেই। আগামীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য আরও নিখুঁত পরিকল্পনার চাতুরি অপেক্ষা করছে, তার আলামত বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। তখন ক্ষয়-ক্ষতি হবে অপরিমেয়! যতদিন রাষ্ট্রের মূল নীতি পরিবর্তিত না হবে, ততদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি কিংবা সমতল অঞ্চলের সান্তাল-গারো-মুনিপুরি-খাসি-রাখাইন কেউই নিরাপদ নয়। এ পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ নিজেদের নিরাপত্তার ভার শত্রুসম শাসকগোষ্ঠীর হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারে না। সময় এসেছে নিজেদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদেরই হাতে নেয়ার, কারোর মুখপানে চেয়ে অপেক্ষায় থাকার অর্থ হচ্ছে আপন ধ্বংস ডেকে আনা। পাহাড়ি জনগণকে বাদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণীত হতে পারে না। কিন্তু বিদ্বেষপ্রসূত নীতি গ্রহণ করে একদিকে সরকার মিশ্র পুলিশ বাহিনী গঠন ঝুলিয়ে রেখেছে, অন্যদিকে পাহাড়িদের নিজস্ব গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনেরও অনুমোদন দিচ্ছে না। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। জীবনের নিরাপত্তা ও জাতীয় অস্তিত্ব নিয়ে আপোস করলে বিনাশ অনিবার্য। আত্মরক্ষার্থে পাহাড়িদের নিজ নিজ এলাকায় গ্রাম প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন জরুরি, কারোর অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই। সময় মত তা করতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে পাহাড়ি জনগণকে চরম খেসারত দিতে হবে। সাম্প্রতিক তাইন্দং ঘটনা থেকে পাহাড়ি জনগণের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আত্মরক্ষাই হচ্ছে প্রকৃতির প্রথম আইন।

তাইন্দং সেটলার হামলা: দায়ি কে?

(রাজনৈতিক ভাষ্য)

জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য দরকার একটি আদর্শভিত্তিক পার্টি। এই ধরনের পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রাম করলে তবেই জনগণের মুক্তি অর্জন সম্ভব হতে পারে। পার্টি ও জনগণ এক মন এক প্রাণ হয়ে কাজ করলে, সংগ্রাম করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় ও এমনকি পরাক্রমশালী শত্রুকে পর্যন্ত কাবু করা যায়। তাই মাটিরাঙ্গার তাইন্দং-এ ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িরাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে অবশ্যই পার্টির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সরকারের দালালী করে কোন জাতি মুক্তি অর্জন করতে পারেনি, একমাত্র পার্টির নেতৃত্বে সঠিক লাইনে কঠোর সংগ্রাম করেই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলো নিজেদের অধিকার ও মুক্তি ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

[গত ৭ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের নিউজ ভিত্তিক ব্লগ সাইট "সিএইচটি নিউজ বাংলা"র প্রকাশিত তাইন্দং হামলার উপর এই রাজনৈতিক ভাষ্যটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এখানে হুবহু প্রকাশ করা হলো-সম্পাদক]

৩ আগস্ট মাটিরাঙ্গার তাইন্দং-এ পাহাড়ি গ্রামে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলার পর পুলিশ গতকাল পর্যন্ত ৭ জনকে আটক করেছে বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে। আটককৃতদের মধ্যে অপহরণ নাটকের মধ্যমণি কামাল হোসেনসহ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন যুব লীগ, ছাত্র লীগ ও বিএনপি-ভুক্ত যুব দলের স্থানীয় নেতা-কর্মী রয়েছেন।গতকাল মঙ্গলবার তাদেরকে খাগড়াছড়ির আদালতে হাজির করা হলে অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট তাদেরকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেন।

আমরা হামলার সাথে জড়িতদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসার সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে আমরা দেখতে চাই এটা যাতে লোকদেখানো ব্যাপার না হয়, ড্যামেজ কন্ট্রোল এক্সারসাইজ না হয়। আমরা চাই যারা হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছে তাদের বিচারের পাশাপাশি আসল ষড়যন্ত্রকারীদেরও চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া হোক। যাতে ভবিষ্যতে যাতে আর এ ধরনের ন্যাক্কারজনক হামলার ঘটনা না ঘটে।

বলা উচিত টহলের নামে প্রায় সময় পাহাড়িদের হয়রানি করা হয়। কিন্তু যখন হাজার হাজার সেটলার এসব ক্যাম্পের পাশ দিয়ে পাহাড়ি-অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে ৪-৫ ঘন্টা ধরে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, লুটপাট চালায়, নিরীহ লোকজনকে কোপায়, তখন বিজিবির টহল কোথায় ছিল? এটা ১০০ ভাগ সত্য যে তারা চাইলে বাঙালিদেরকে হামলা থেকে নিবৃত্ত করতে পারতেন, বাধা দিয়ে হামলা রোধ করতে পারতেন। কিন্তু তারা সেটা করেননি। বরং অভিযোগ রয়েছে বিজিবির সদস্যরা হামলাকারীদের সহায়তা দেয়ার জন্য পাহাড়িদের গ্রামের পাশে জঙ্গলে লুকিয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাই 'তাইন্দং ষড়যন্ত্র' নাটকে বিজিবির ভূমিকা কী ছিল সেটাও পরিস্কার হওয়া দরকার।

মাটিরাঙ্গার ঐসব এলাকায় পাহাড়িদের উপর হামলা নতুন কোন বিষয় নয়। এর আগে বহুবার তাদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে। তার উপর রয়েছে বিজিবির নিত্যনৈমিত্তিক হয়রানি ও নির্যাতন। কেবল জানুয়ারী থেকে আজ পর্যন্ত তাইন্দং ও তার আশেপাশের পাহাড়ি জনবসতিতে ৫ বার সেটলার হামলা হয়েছে। পাহাড়িরা ভয়ে বেশ কয়েকবার ভারতে কিংবা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনকি গত ৩ আগস্ট হামলার ৩ দিন আগে ৩১ জুলাই মধ্যরাতে তাইন্দং-এর পাহাড়িরা সেটলারদের সাম্প্রদায়িক উম্মাদনায় ভয় পেয়ে বাড়িঘর ছেড়ে ভারত সীমান্তে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এখন একটি অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্ন হলো হামলার জন্য কারা দায়ি? যে অপহরণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত বড় একটা হামলা হলো সেটা ইতিমধ্যে সাজানো নাটক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আর বাক্য ব্যয় করা ঠিক হবে না। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। ওই অপহরণ নাটক কি কামাল হোসেন একাই সাজিয়েছিলেন, নাকি তিনি অন্য কারোর বানানো স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী কেবল অভিনয় করেছিলেন? তবে যেটা স্বাভাবিক তা হলো, এত বড় একটা নাটক মঞ্চায়ন কেবল একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। স্ক্রিপ্ট লেখা, সেট নির্মাণ, অভিনয়, আলোকম্পাত ইত্যাদির জন্য অনেকের অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। যদি তাই হয়, তাহলে 'তাইন্দং ষড়যন্ত্র' নাটকের অন্যান্য পাত্রপাত্রী ও কুশীলবরা কারা? সরকার কি ব্যাপারটির গভীরে গিয়ে এসব উন্মাটন করতে আগ্রহী?

ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাক বা না থাক, সরকারের স্থানীয় প্রশাসন হামলার দায় এড়াতে পারে না। কারণ এ হামলা হঠাৎ করে হয়নি। উপরে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, ৩১ জুলাই মধ্যরাতে তাইন্দং বাজারে পাহাড়ি-বিরোধী মিছিল করে ও শ্লোগান দিয়ে সেটলাররা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এ সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামের পাহাড়িরা জঙ্গলে ও ভারত সীমানেত পালিয়ে গিয়েছিলেন। এ খবর পরদিন এই ব্লগে প্রচার করা হয়। ইউপিডিএফও এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেয়। কিন্তু তারপরও প্রশাসন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো ছিল নির্বিকার, তারা যেন নাকে তেল দিয়ে কুম্ভকর্ণের ঘুমে গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। অথচ তারা যদি এ ঘটনার পর তড়িৎ ব্যবস্থা নিতেন, তাহলে ৩ তারিখের ভয়াবহ হামলা অবশ্যই এড়ানো যেতো।

ঘটনার জন্য একইভাবে বিজিবিও কম দায়ি নয়। যে এলাকায় হামলা হয়েছে তার আশেপাশে কমপক্ষে ৬টি বিজিবি ক্যাম্প রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে আচলং, তানাক্কা পাড়া ও ফেনীছড়ায় ৩টি ক্যাম্প। দুই কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে বান্দরসিং পাড়া ক্যাম্প এবং তিন কিলোমিটার দূরত্বে ছিটিলা ও তাইন্দং ক্যাম্প। যে সব এলাকা থেকে সেটলাররা হামলা করতে যায় তার পাশেই রয়েছে আচলং ও তাইন্দং ক্যাম্প। এইসব ক্যাম্প থেকে প্রতিদিন টহল দেয়া হয়। বলা উচিত টহলের নামে প্রায় সময় পাহাড়িদের হয়রানি করা হয়। কিন্তু যখন হাজার হাজার সেটলার এসব ক্যাম্পের পাশ দিয়ে পাহাড়ি-অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে ৪-৫ ঘন্টা ধরে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, লুটপাট চালায়, নিরীহ লোকজনকে কোপায়, তখন বিজিবির টহল কোথায় ছিল? এটা ১০০ ভাগ সত্য যে তারা চাইলে বাঙালিদেরকে হামলা থেকে নিবৃত্ত করতে পারতেন, বাধা দিয়ে হামলা রোধ করতে পারতেন। কিন্তু তারা সেটা করেননি। বরং অভিযোগ রয়েছে ১১ পাতায় দেখুন

মাটিরাংগায় বাঙালী সেটলারদের আগ্রাসন: তনয়শশি চাকমার আগুনে পোড়া জীবন

সমারী চাকমা, তাইন্দং থেকে ফিরে

সর্বেশ্বর পাড়া। তাইন্দং ইউনিয়নের মাটিরাংগা উপজেলার একটি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম। গ্রাম থেকে ভারত সীমান্ত মাত্র আধা ঘন্টার হাটা পথ। এই গ্রামের প্রায় সবাই চাকমা সম্প্রদায়ের বুং হোজার রনজু গোষ্ঠীর বংশধর। তবে কিছু কিছু অন্যে গোজার বংশধরও আছেন। পাশের গ্রামের নাম বগা পাড়া। তনয়শশি চাকমা এই গ্রামের একজন বাসিন্দা। তার বাড়ীর রাস্তার মুখে দাড়াঁলে সামনের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সবুজ আর সবুজ চারিদিকে। সামনে বিশাল ধান্য জমির ক্ষেত। তার পরে একটু টিলা সমান উঁচু জায়গা। ওখানেও বাঙালি পাড়া। শুধু তাই নয়, সর্বেশ্বর পাড়া থেকে বের হবার মুখে রয়েছে বাঙালির বসতি। কিন্তু ঐ রাস্তার মুখে দাড়ানো অবস্থায় পিছনে তাকালে দেখা যাবে আগুনে পুড়ে যাওয়া বিশাল বিশাল দুটি গুদাম মানে মাটির ঘর দাঁড়িয়ে আছে, পুড়ে যাওয়া মাটির চার দেয়াল নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে এই বলে এইতো ৩/৮/১৩ তারিখ সকাল পর্যন্ত এখানে আমরা ভালো ভাবেই ছিলাম। বাড়ীর চারিদিকের গাছ গুলো পুড়ে গেছে। গাছের সবুজ পাতা হয়ে গেছে পুড়ে যাওয়া ইটের মতো লাল রঙ এর কাছাকাছি। এই দুই বাড়ির পর আরো একটা বেড়ার ঘর। সেটাও পুড়ে গেছে। পুড়ে যাওয়া সেই ঘরের মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে এখনো আছে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া একটা লাঙলের কংকাল। হঠাৎ চোখে পড়লো উঠোনে কাপড় রোদে দেয়ার বাঁশে দুলছে ছেড়া অর্ধ পোড়া একটা খাকি রং এর প্যান্ট। অর্ধ পোড়া এই প্যান্টটি বাতাসে দুলছেই তো দুলছে। এই তিন বাড়ির কারোর শখের প্যান্ট হবে নিশ্চয়। না হলে কেউ শখ করে সুন্দর করে এরকম অর্ধ পোড়া প্যান্ট ঝুলিয়ে রাখে!

পাশাপাশি দুটো মাটির পোড়া বাড়ির সামনে একটা তাবু খাটানো। সাদা রং এর। গ্রামকে গ্রাম পুড়ে ছাড়খাড় করে দেবার পর আর্মিরা উঠোনে এই তাবু খাটিয়ে দিয়েছে। সর্বস্ব হারানো মানুষদের থাকার জন্য। একজন বয়স্ক চাকমা নারী বললো- কী দুগর্ন্ধ। ঘুমাবো কি করে। তাবুতে ঢুকেই তো বমি করতে করতে বের হলাম। এই রাস্তার মোড়ে গ্রামের অনেকে জটলা বেধে দাড়িয়ে আমাদের অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছে। কি ভাবছে ওরা আমাদের? ত্রাণ কর্তা ? নাকি অন্য কিছু? আচ্ছা আমাদের বাড়ী যখন ১৯৮৬ সালের ১ মে তে বাঙালিরা পুড়িয়ে দিয়েছিলো আমি কি তখন এইভাবে তাকিয়ে ছিলাম তাদের যারা আমাদের দেখতে এসেছিল? আমার মনে করতে খুব কষ্ট হচ্ছে

আর আমার সামনে তিন নারী, যাদের একজন মাত্র ক্লাশ সেভেনের ছাত্রী,পাশাপাশি দুটো কাঠাঁল গাছের গোড়ায় বসে আছে। শূণ্য চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, সংগে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, নিরাপত্তাহীনতা। তাদের একজন আমাকে জীজ্ঞেস করলো এভাবে আর কতদিন। তাইতো, আর কতদিন?? এই প্রশ্নতো আমারই। কতদিন, কতবার?

এই গ্রামের কার্বারী (গ্রাম প্রধান) হচ্ছেন তনয়শশি চাকমা। যাঁর বয়স এখন ৬১ বছর। তাঁর বাবার নাম ছিল সর্বেশ্বর কার্বারী(চাকমা)। বাবার নামে নামকৃত এই গ্রাম। গত ৩/৮/১৩ তারিখে তাইন্দং এর সেটলার বাঙালিদের হামলায় ৪টি গ্রামের ৩৫ টি বাড়ীর সাথে তাঁর বিশাল বাড়ীও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার ৮ দিন পর আমরা যখন তার বাড়ীতে পৌঁছায় তখনও পর্যন্ত পুড়ে যাওয়া ধান থেকে আগুনের ধোঁয়া বের হচ্ছিল। এই ৮ দিনেও আগুন তার ধান পুড়িয়ে শেষ করতে পারেনি। সারা বছরের খোরাকের জন্য রক্ষিত এই ধান পুড়ে যাওয়াতে তনয়শশি চাকমা বারবার হাহাকার করছিলেন, এরপরে খাবো কি? বাঁচবো কিভাবে ?

এই ফেনী কূলের তাইন্দং এলাকার কত হাজারো ঘটনার স্বাক্ষী এই কার্বারী। মাত্র ৬১ বছর বয়সে তাকে যে কতবার গ্রাম থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে, কতবার তার ঘর লুট হয়েছে, কতবার তাঁর ঘর আগুনে জালিয়ে দেয়া হয়েছে তার হিসেব আমরা কি রাখি। কিন্তু তাকে রাখতে হয়। জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে শুধু আগুন আগুন আর পালানো। চোখের সামনে বদলে গেছে এই এলাকা। ১৯৬২ সালের দিকে যে এলাকায় মাত্র ১২ পরিবারের বাঙালির বসতি ছিল, এখন সেখানে সীমান্তবর্তী কয়েকটা গ্রাম ছাড়া জুম্মোদের দেখা পাওয়ায় কঠিন। সব ফেনী তাইন্দং কূল এখন পুরোপুরি পুরোনো সেটলার বাঙালিদের দখলে। আর এখন এই সীমান্তবর্তী পাহাড়ি গ্রামগুলো বেদখলের সব চেষ্টা করছে বাঙালি আর প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। তাইতো এই ঘটনা। এদের গ্রাম বেদখল হয়ে গেলেই একসময়ের সমৃদ্ধশালী জুম্মো অধ্যুষিত ফেনী কূল হয়ে যাবে বাঙালির এলাকা।

অধিক শোকে পাথর হয়ে যাওয়া তনয়শশি চাকমা তার জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেন "তখন ৬২ কি ৬৩ সাল আমার বয়স যখন ১০ বছর। সেবারই প্রথম আমাকে বাড়ী গ্রাম ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয় এই সময়ে। আমরা বলি জলিয়া যুদ্ধ। জলিয়া নামক জায়গাকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ হয়। জানো তখন এই আমাদের এলাকায় মাত্র ১২ পরিবার বাঙালী ছিল। এরা সবাই ভারত পাকিস্তান ভাগের সময় ভারত থেকে এখানে এসেছিল। তাও তাইন্দং বাজারে। আমার মনে আছে ২১ দিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল। আমরা সবাই পালিয়ে পাহাড়ের উপরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারপর অনেক বছর বাদে ৭১ সালে আমরা আবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল তখন। এই মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিরা আমাদেরকে পাকিস্তানপন্থি মনে করে আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে। আমরা এইবার পানছড়িতে পালিয়ে গেলাম। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গ্রামে এসে গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। আমাদের বাড়ীও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর নয় মাস পরে আমরা যখন গ্রামে ফিরে আসি তখন চারিদিকে শুধু শূন্য আর শূণ্য। বাড়ী ঘর কিছুই নেই। এই শূণ্যের উপর ভর করে আমরা আবার জীবন গোছাতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু কি নিয়তি! তার কয়েকবছর পরেই আবার গোছানো বাড়ী ঘর ফেলে পালাতে হলো প্রাণের মায়ায়। ৭৯ সালে শান্তিবাহিনী বগাপাড়া বিডিআর (এখন বিজিবি) ক্যাম্প আক্রমণ করলে অনেক হতাহত হয়। পরিস্থিতি খারাপ দেখে আমরা এইবার ভারতে চলে যাই। কিন্তু সীমান্ত থেকে বিএসএফ আমাদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। আমরা অনেকদিন পাহাড়ে লুকিয়ে ছিলাম। কী কষ্টের জীবন। কিছুদিন পর গ্রামে ফিরে এসে শুধু বাড়ীই ফেরত পাই, বাড়ীতে কোন সম্পত্তিই অবশিষ্ট ছিলনা। সব লুট হয়ে গেছে। তখন আমাদের ধানের গোলায় ৩০০ আড়ি ধান ছিল। তার এক আড়িও অবশিষ্ট ছিলনা। ৮১ সালের দিকে আবার পালাতে হলো। এইবার আর্মি আর শান্তিবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে গোমতিতে। আমাদের থেকে অনেক দূরে। কিন্তু দূরে হলেই কি হবে, আমাদের পালাতেই হল। এইবারও আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হলো। ফিরে এসে সেই তো একই দৃশ্য। আগুন আর পোড়ার গন্ধ। পোড়া ধানের গন্ধ চারিদিকে। কিন্তু বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছায় আবার নতুন করে শুরু করলাম সংসার।

কিন্তু ৪/৫ বছর পার হতে না হতেই ৮৬ সালে শুরু হলে স্বরন কালের ভয়াবহ গন্ডগোল। হাজার হাজার মানুষের সাথে আমরাও ঘর বাড়ি গ্রাম ছেড়ে প্রাণের ভয়ে ভারতে চলে গেলাম। ওখানে শরনার্থী হিসেবে পার করলাম জীবনের ১২ টি বছর। শরনার্থী মানেই তো পরদেশে পরগাছার মতো। সবাই ছি ছি দি দি করে। কিন্তু বাচঁতে হবেতো। তাই থাকা আর দিন গোনা। ফিরে এলাম ১২ টি বছর পর নিজের দেশে নিজের ভিটে মাটিতে। মনে মনে ভাবি এইবার থেকে বুঝি আর পালাতে হবেনা। কারণ শান্তিবাহিনী আর বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে চুক্তি হয়েছে যে। শান্তিবাহিনী অস্ত্র ফেরত দিয়েছে। তাই ভাবলাম জীবনের এই বুড়ো বয়সে একটু শান্তিতে থাকতে পারবো। কিন্তু না। আজ ২০১৩ সালে ১১ পাতায় দেখুন

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্কের বিক্ষোভ

তাইন্দং হামলার প্রতিবাদে দক্ষিণ কোরিয়ায় বিক্ষোভ

সিউল: দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাসরত পাহাড়িরা ১৯ আগস্ট সোমবার তাইন্দং-এ সেটলার হামলার প্রতিবাদে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে এক বিক্ষোভের আয়োজন করেছে। জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক-কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার মানবাধিকার ও সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় প্রেস কনফারেন্সের নামে এ বিক্ষোভের আয়োজন করে।

এ সময় জেপিএনকে-র নেতাকর্মীরা বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ব্যানার প্রদর্শন করে ও শ্লোগান দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রায় সব কটি টিভি চ্যানেল ও মিডিয়ার প্রতিনিধিরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষোভে অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখেন জেপিএনকের সাধারণ সম্পাদক ছোটি চাকমা, সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা রনেল চাকমা, এডভোকেটস ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট ল-এর সভাপতি কিম জং চল (Kim Jong Chol), স্বনামধন্য বুড্ডিস্ট উন্নয়ন এনজিও সংগঠন লোটাস ওয়ার্ড এর পরিচালক মিস মিন জং হি (Min Jong Hee), জেপিএনকের সদস্য ধীমান ত্রিপুরা ও জিকো চাকমা।

পরে তারা বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি দেয়। সঙ্গীতা চাকমা, পার্ক ইয়ং সান ও এটর্নি কিম জং চল (Park Yeong Sun and Attorney Kim Jong Chol) দূতাবাসের কর্মকর্তার হাতে স্মারকলিপিটি তুলে দেন। তার আগে স্মারকলিপির ইংরেজী বয়ান পড়ে শোনান জেপিএনকের সহসভাপতি রত্নকীর্তি চাকমা ও কোরিয়ান ভাষায় পড়ে শোনান চুন হো ন্যাম (Chun Ho Nam)। জেপিএনকেসহ বিশটি সংগঠন ওপেন লেটার নামে উক্ত স্মারকলিপিটি অনুমোদন করে।

স্মারকলিপিতে তাইন্দং হামলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে বলা হয়, 'এই হামলা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। একজন বাঙালিকে অপহরণের গুজব শুনে সেটলাররা এই আক্রমণ শুরু করে। এ বিষয়ে অবগত থাকা সত্বেও বিজিবি ও পুলিশ জুম্মদের রক্ষার জন্য আগাম কোন ব্যবস্থা নেয়নি, যদিও তারা এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, এই হামলা ছিল মাটিরাঙ্গা এলাকায় ২০১৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত জুম্ম জনগণের উপর পঞ্চম হামলা।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১২ এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো স্বীকার করেছে যে, '১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তির আগে জুম্মদের উপর ১৩ বার সংগঠিত সাম্প্রদায়িক হামলা বা গণহত্যা সংঘটিত হয় এবং চুক্তির পর ছোট বড় অসংখ্য হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সব ঘটনায় হাজার হাজার জুম্ম নিহত ও তাদের শত শত ঘরবাড়ি পুড়ে যায়।

'আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশ সরকার ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বন্ধ করতে বক্ষার বার ব্যর্থ হচ্ছে, যদিও তারা এ বিষয়ে অবগত যে, জুম্ম ও অজুম্মদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সাম্প্রদায়িক সংঘাতে পরিণত হতে পারে। হামলাকারীদের কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। অপরাধীদের দায়মুক্তির সংস্কৃতি বাংলাদেশে এমন এক কাঠামোগত সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যা অপরাধীদেরকে বিনা বিচারে পার পেতে ও অব্যাহতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সাহায্য করে।'

শেষে তারা চার দফা দাবি উত্থাপন করেন। এগুলো হলো অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর সহিংসতা বন্ধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; সাম্প্রদায়িক হামলার সাথে জড়িতদের শাস্তি দেয়া ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়া; পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা ও বাঙালি সেটলারদেরকে সরিয়ে এনে সমতলে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা; এবং জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা।

যেসব সংগঠন স্মারকলিপিটি অনুমোদন করে সেগুলো হলো Jumma People's Network-Korea(JPNK), Buddhist Solidarity for Reform(BSR), Engaged Buddhist Monks and Nuns Association in Korea), Gimpo Immigrant Center, Maha Council for Supporting Migrants, Imagination For International Solidarity, Advocate for Public Interest Law(APIL), People's Solidarity for Participatory Democracy(PSPD), Buddhist Coalition for Economic Justice, Eco-Buddha, Indramang, The Good Friends, The Korean monks group for clean sangga, Korea Youth Buddhist Association, Human Asia, Share The World , Buddhist Academy, Korea Institute For Religious Freedom, Gyujassi Church, The refuge PNAN.

৪র্থ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ২৪ আগস্ট ২০১৩ ॥

জাতীয় ডাক

নাইক্ষ্যংছড়িতে ২২ চাক পরিবারকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে মানববন্ধন

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারীতে ভূমি দস্যু কর্তৃক ২২ দরিদ্র চাক পরিবারকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে গত ১৩ জুলাই শনিবার বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম চাক কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন চাক কল্যাণ সংস্থার নেতা শুভ চাক, ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম মহানগর ইউনিটের সংগঠক বকুল চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় নেতা অমৃত বড়ুয়া, বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার সদস্য সচিব অপু দাশগুপ্ত, দৈনিক বার্তার সম্পাদক আলী হায়দার, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতা এলিমং মারমা ও সুমন চাকমা।

নাইক্ষ্যংছড়িতে বহিরাগত ভূমি দস্যু কর্তৃক ২২ চাক পরিবারকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বক্তারা বলেন, উচ্ছেদ হওয়া চাক পরিবাররা ভিটেমাটি ও জমিজমা হারিয়ে বর্তমানে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের কেউ কেউ বৌদ্ধ বিহারের পাশে অথবা বনে-বাদাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। বর্ষা বাদলের দিনে এখন তারা অনাহারে অর্ধাহারে তীব্র কষ্টে দিন কাটাচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, কিছু দিন আগে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের তদন্তে উচ্ছেদের প্রমাণ পাওয়ার পরও চাকদের জমি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। তদন্তে ও বিভিন্ন রিপোর্টে ভূমি দস্যু হিসেবে ১৪জনকে চিহ্নিত করা হলেও এখনো তাদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

বক্তারা অবিলম্বে ভূমি দস্যুদের গ্রেফতার, উচ্ছেদ হওয়া চাক পরিবারদের পুনর্বাসন ও বেদখলকৃত জমি ফেরত প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বনায়ন, সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ ইত্যাদি অজুহাতে পাহাড়িদের জমি বেদখল বন্ধ করার দাবি জানান।

রামগড়ের তৈচাকমায় সেটলার কর্তৃক দোকান ভাংচুর ও লুটপাটের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার তৈচাকমা ও বেলছড়ি এলাকায় সেটলার দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক পাহাড়িদের দোকান ভাংচুর ও লুটপাটের প্রতিবাদে তৈচাকমা এলাকাবাসী মানববন্ধন করেছে।

গত ৬ আগস্ট মঙ্গলবার সকাল ১১টায় রামগড় বাজারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে ২নং পাতাছড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মনিন্দ্র লাল ত্রিপুরার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন রামগড় উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মংসাপ্রু মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের রামগড় উপজেলা আহ্বায়ক সুদীপ্ত ত্রিপুরা, বড় বেলছড়ি গ্রামের যুব সমাজের প্রতিনিধি বিজয় সেন ত্রিপুরা ও হরিসাধন বৈষ্ণব প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সেটলাররা মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে তৈচাকমা ও বেলছড়ি এলাকায় ঢুকে পাহাড়িদের গ্রামে ঢুকে দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়েছে। একইভাবে অপহরণের গুজব রটিয়ে গত ৩ আগস্ট সেটলার বাঙালিরা মাটিরাঙ্গার তাইন্দংয়ে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটিয়েছে।

বক্তারা অবিলম্বে দোকান ভাংচুর ও লুটপাটের সাথে জড়িত সেটলার দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, যে ৫ আগস্ট সোমবার তাইন্দংয়ে সেটলার হামলার প্রতিবাদে ইউপিডিএফ'র ডাকা সড়ক অবরোধ চলাকালে একটি মোটর সাইকেল ভাংচুরের গুজব ছড়িয়ে ২টি জীপ গাড়িতে করে ভাইনছড়ি এলাকা থেকে একদল সেটলার বাঙালি তৈচাকমা ও ছোট বেলছড়ি গ্রামে ঢুকে পাহাড়িদের মালিকানাধীন ৩টি দোকান ভাংচুর করে ও জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় তারা দোকানদার অমেন্দ্র ত্রিপুরাকেও ধরে নিয়ে নিয়ে যায় এবং মারধর করে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

পঞ্চসেন ত্রিপুরার হত্যাকারীদের গ্রেফতার দাবি

খাগড়াছড়িতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম নেতা পঞ্চসেন ত্রিপুরার হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে এবং মাটিরাঙ্গার গোমতিতে প্রশাসন কর্তৃক শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে না দেয়ার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম গত ২০ জুলাই শনিবার খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। মিছিলটি সকাল সাড়ে দশটায় খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার সমিতি ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে উপজেলা ও চেঙ্গীস্কোয়ার হয়ে শাপলা চত্বরের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ মাস্তান পাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে বাঁধা দেয়। পুলিশি বাঁধার কারণে মিছিলটি সেখান থেকে ঘুরে এসে শহরের চেঙ্গীস্কোয়ারে সমাবেশ করে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, জেলা কমিটির সভাপতি নিকোলাস চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শিখা চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমা।

সমাবেশে মাইকেল চাকমা বলেন, যুব ফোরাম নেতা পঞ্চসেন ত্রিপুরার হত্যার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম গত ১৮ জুলাই গোমতিতে শান্তিপূর্ণ ছাত্র-যুব সমাবেশের ডাক দেয়। স্থানীয় বাঙালি জনপ্রতিনিধিসহ সাধারণ জনগণ সমাবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বাত্মক সহযোগীতার আশ্বাস দেয়। কিন্তু স্থানীয় পলাশপুর জোনের বিজিবি কমান্ডার লে.ক. নূরুজ্জামানের নির্দেশে প্রশাসন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সমাবেশ করতে নিষেধ করে।

তিনি আরো বলেন, সমাবেশ করতে অনুমতি না দেয়ার কারণ হিসেবে মাটিরাঙ্গা থানা কর্তৃপক্ষ (মোঃ অলিউল্লাহ)-র রিপোর্টে বলা হয় "গোমতি এলাকায় ৯০ শতাংশ বাসিন্দা বাঙালি। উল্লেখিত স্থানে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম মাটিরাংগা উপজেলা শাখা কর্তৃক সমাবেশ করতে গেলে আইন অবনতিসহ দাঙ্গাহাঙ্গামা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।" রিপোর্টে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। স্থানীয় বিজিবি ও প্রশাসন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যুব ফোরাম কর্তৃক আহুত শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাঁধা প্রদান করা হয়েছে যা অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার পরিপন্থী।

তিনি বলেন, বিজিবি'র দায়িত্ব সীমান্ত রক্ষা হলেও বিজিবি পলাশপুর জোন কমান্ডার লে. ক. নূরুজ্জামান গণতান্ত্রিক সভা সমাবেশে হস্তক্ষেপ, পিসিপি, ডিওয়াইএফ ও এইচডব্লিউএফ-এর নেতাকর্মীদের ধরপাকড়, মিথ্যা মামলা দায়ের এবং সেখানকার স্থানীয় জনগণ ও ব্যবসায়ীদের উপর নানাভাবে হয়রানি চালিয়ে আসছে।

তিনি অবিলম্বে উগ্র সাম্প্রদায়িক লে. ক. নূরুজ্জামানকে অপসারণ, পঞ্চসেন ত্রিপুরার হত্যাকারীদের গ্রেফতার, গণতান্ত্রিক সভা-সমাবেশের উপর হস্তক্ষেপ এবং বেআইনীভাবে ধরপাকড়, নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধ করা, পিসিপি ও ডিওয়াইএফ নেতা-কর্মীদের উপর দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং গোমতি বাজারে সমাবেশের অনুমতি প্রদানের দাবি জানান।

মানববন্ধনঃ একই দাবিতে ২২ জুলাই সোমবার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মাটিরাঙ্গা উপজেলার বাল্যাছড়ির স্কুল গেইটের সামনের রাস্তায় সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সেনাবাহিনীর বাধার কারণে বাল্যাছড়িতে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করতে না পেরে উপজেলার ১০ নাম্বার রাবার বাগান এলাকায়ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

মানব বন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা, মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনি ত্রিপুরা, রামগড় প্রতিনিধি সুদীপ্ত ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক চন্দনী চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমা, পিসিপি নেতা প্রবীর ত্রিপুরা ও চিত্র জ্যোতি চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, মানববন্ধনের মতো সাধারণ একটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতেও বাধা প্রদান করেছে বিজিবি ও সেনাবাহিনী। কর্মসূচিতে অংশ নিতে আসা গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কর্মী-সমর্থকদের গাড়িগুলো সেনাবাহিনীর সদস্যরা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আটকে দিয়েছে। উপজেলার গোমতি থেকে গাড়িতে করে মানববন্ধনে আসতে দেয়নি স্থানীয় পলাশপুর জোনের বিজিবি কর্তৃপক্ষ।

বক্তারা শান্তিপূর্ণ মানব বন্ধন কর্মসূচিতে বাধা প্রদানকে অগণতান্ত্রিক আখ্যায়িত করে বলেন, সেনাবাহিনী ও বিজিবি কর্তৃক গণতান্ত্রিক সভাসমাবেশের উপর বাধা প্রদানই প্রমাণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অঘোষিত সেনা শাসন বলবৎ রয়েছে। মানববন্ধন থেকে বক্তারা গণতান্ত্রিক সভাসমাবেশে সেনা ও বিজিবি হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাশাসন প্রত্যাহারের দাবী জানান।

উল্লেখ্য, প্রশাসন কর্তৃক গোমতিতে সমাবেশে বাধা দানের প্রতিবাদে ১৮ জুলাই খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর এলাকার ঠিকাদার সমিতি ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতৃবৃন্দ উক্ত বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করে।

মহালছড়ি কলেজে পিসিপি'র নবীন বরণ ও কলেজ শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

"অধ্যয়নকে অধিকার আদায়ের হাতিয়ারে পরিণত করুন, চলমান আন্দোলনে সামিল হোন" এই শ্লোগানে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি কলেজে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর উদ্যোগে নবীন বরণ ও কলেজ শাখার ৫ম কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় মহালছড়ি কলেজ হলরুমে নবীন বরণ ও কলেজ শাখার কাউন্সিল উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি'র মহালছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি তনয় চাকমার সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক সর্বানন্দ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি চন্দ্রদেব চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাত্রী চাকমা ও পিসিপি'র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ আহ্বায়ক জুপিটার চাকমা। রতন স্মৃতি চাকমা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সভা শুরুতে কলেজের নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। মহালছড়ি কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী বর্ষা চাকমা নবীনদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন।

সভায় বক্তারা নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার পাশাপাশি জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে কাজ করতে হবে। সমাজ ও জাতিকে সঠিক দিশা দেওয়ার জন্য ছাত্রদেরকেই ভূমিকা পালন করতে হবে। বক্তারা বলেন, ছাত্রদের সামনে নানা বাধা-বিপত্তি রয়েছে। সকল বাধা অতিক্রম করে ছাত্র সমাজকে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত হতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার আমাদেরকে বাঙালি বানিয়েছে। যে সংবিধান আমাদের বাঙালি বানায় সেই সংবিধান আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। আমাদের নিজ নিজ জাতীয় পরিচয়ের স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

সভা শেষে মহালছড়ি কলেজ শাখার নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। ১৯ সদস্য বিশিষ্ট এ নতুন এক কমিটিতে মেনন চাকমাকে সভাপতি, ভুবন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং রিপাইন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নান্যাচর থানা কমিটি গঠিত

রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটি গঠন উপলক্ষে গত ১৬ জুলাই মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় বুল্যাং পাড়ায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিলাস চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের অর্জুন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি সুমেন চাকমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে হীরা তালুকারকে সভাপতি, তুষা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও প্রিয়া চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নান্যাচর থানা কমিটি গঠন করা হয়।

মাটিরাঙ্গার তাইন্দংয়ে সেটলার হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি পরিবারগুলো এখনো রয়েছে খোলা আকাশের নীচে। তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন। মানবতার হাত বাড়িয়ে দিন।

ঢাকায় তাইন্দং পরিদর্শক দলের সংবাদ সম্মেলন

তাইন্দংয়ে সংঘটিত হামলার ঘটনা তদন্তে গণতদন্ত কমিশন গঠনের দাবি

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নে কয়েকটি পাহাড়ি গ্রামে সেটলার কর্তৃক হামলার ঘটনা তদন্তে সেপ্টেম্বরের মধ্যে একজন অবসর বিচারপতির নেতৃত্বে গণতদন্ত কমিশন গঠন সহ ৬ দফা দাবি জানিয়েছে তাইন্দং পরিদর্শক দল। গত ২১ আগস্ট বুধবার সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়।

গত ৩ আগস্ট খাগড়াছড়ি জেলার তাইন্দং-এ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে সরকারিভাবে নিয়ে গিয়ে যেভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে তা থেকে সেখানে এক কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি গড়ে উঠেছে। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামেই নয়, সারাদেশে জাতিসত্তার জনগণকে ভূমি থেকে উচ্ছেদে এই গোষ্ঠিটি শ্রেণীগতভাবে সংগঠিত।

সংবাদ সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে বলা হয়, প্রচলিত সরকারি নির্দেশের বেড়াজালে আটকে না থেকে সরকারের উচিত হবে ক্ষতিগ্রস্তদের সত্যিকারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত তাইন্দং পরিদর্শক দলের নেতৃবৃন্দ

পাহাড়িদের গ্রামে সংঘটিত হামলার পরবর্তীতে সাংবাদিক-আইনজীবী-মানবাধিকার কর্মী-পেশাজীবী-রাজনীতিক সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শক দল কর্তৃক গত ১৬ ও ১৭ আগস্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য রাখেন তাইন্দং পরিদর্শক দলের সমন্বয়ক ব্যারিষ্টার সাদিয়া আরমান ও লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম। এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক সালীম সামাদ, প্রকৌশলী কল্লোল মোস্তফা, ল্যাম্পপোষ্ট পত্রিকার প্রিন্স আহাম্মদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, ইউএনবি করেস্পন্ডেন্ট ফয়সাল রহমান ও স্বাধীন মতের সিটি অডিটর বেলায়েত হোসেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, জনগণের সকল অংশের সাথে কথা বলে পরিদর্শক দল নিশ্চিত হয়েছে যে, ৩ আগস্টের হামলা ছিল পূর্বপরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলক। হামলাকারীরা ৩১ জুলাই হতে ৩ আগস্ট পর্যন্ত পাহাড়িদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করে হামলার ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় বিজিবি কমান্ডার সকলেই এসব জানতেন। এই হামলার মূল্য উদ্দেশ্য হল সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল হতে জাতিসত্তার জনগণকে উচ্ছেদ করে ভূমি দখল করা।

সংবাদ সম্মেলনে গত ৩ আগস্টের এই বর্বরোচিত ঘটনার আগে এই বছরের ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসে গোমতি-তাইন্দং এলাকায় পাহাড়িদের গ্রামে সেটেলার বাঙালিরা হামলা চালালে পাহাড়ি জনগণের আতংক দূর করতে ও তাদের নিরাপত্তায় গত ৮ জুলাই পাহাড়ি বাঙালিদের ভেতর ৭ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বলেও উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, পার্বত্য অঞ্চলে জমির উপর পাহাড়িদের বংশপরম্পরা প্রথাগত অধিকার কেড়ে নিয়ে গত ৩৩ বছরে সেখানে সমতল থেকে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে

সংবাদ সম্মেলন থেকে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পাহাড়িদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে গণতদন্ত কমিটি গঠন ও জনসমক্ষে রিপোর্ট প্রকাশ, পাহাড়ি জনগণের ভূমিসহ জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত গৃহনির্মাণ ব্যয় ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং আগামী তিন মাসের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী দেয়া, হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার, বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং খাগড়াছড়িতে কিরণ মারমার নেতৃত্বে গঠিত ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটির নয় দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ৩ আগস্ট খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নের সেটলাররা কয়েকটি পাহাড়ি গ্রামে হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এতে চারটি গ্রামের ৩৪টি বাড়ি ১টি বৌদ্ধ বিহারের দেশনাঘর ও ১টি দোকান ভস্মীভূত হয়। এছাড়া ১২টি গ্রামের তিন সহস্রাধিক পাহাড়ি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের নো ম্যান্স ল্যান্ডে এবং পার্শ্ববর্তী পানছড়ি উপজেলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

এ ঘটনার পর ঢাকা থেকে সাংবাদিক-আইনজীবী-মানবাধিকার কর্মী-পেশাজীবী-রাজনীতিক সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিদর্শক দল গত ১৬ ও ১৭ আগস্ট দুইদিন তাইন্দং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। এই দলের সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন ব্যারিস্টার সাদিয়া আরমান। অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী সালীম সামাদ, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সম্পাদক ডাঃ ফয়জুল হাকিম, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, দৈনিক স্বাধীনমতের সিটি এডিটর বেলায়েত হোসেন, দি নিউ নেশনের মোঃ জসীম, প্রকৌশলী কল্লোল মোস্তফা, সংবাদ সংস্থা ইউএনবি'র স্টাফ করস্পন্ডেন্ট একেএম ফয়সল রহমান, ল্যাম্পপোষ্টের প্রিন্স আহাম্মদ, হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরামের অংগ্য মারমা ও সুনীল চাকমা।

গত ৩ আগস্ট তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে হামলায় জড়িতদের বিচার, পুড়ে দেয়া বৌদ্ধ বিহারের পুনঃনির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার দাবিতে শাপলা চত্বরে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের মানববন্ধন

তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে হামলায় জড়িতদের শাস্তি সহ কয়েকটি দাবিতে খাগড়াছড়িতে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

গত ৩ আগস্ট খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলায় জড়িতদের বিচার, পুড়ে দেয়া বৌদ্ধ বিহারের পুনঃনির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার দাবিতে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের উদ্যোগে ১৮ আগস্ট রবিবার খাগড়াছড়িতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলা শহরের মহাজন পাড়ার শিবলী বৌদ্ধ বিহারের সামনে থেকে বিকাল ৩টায় মিছিল সহকারে শাপলা চত্বরে গিয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নন্দ প্রিয় থেরো'র সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু। এছাড়া সংহতি জানিয়ে আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মুরুব্বী ও সমাজ সেবক কিরণ মারমা, পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, দীঘিনালা পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের নেতা শুভোদয় ভিক্ষু এবং মৈত্রীপুর বৌদ্ধ বিহারের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ। মানব বন্ধনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অগ্রজ্যোতি থেরো এবং পরিচালনা করেন অনুপম চাকমা।

মানববন্ধনে বিভিন্ন বিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষু সহ এলাকার নারী-পুরুষ ও সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

ড.জিনবোধি ভিক্ষু তার বক্তব্যে বলেন, বৌদ্ধরা শান্তি প্রিয় জনগণ। আমাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। এই অঞ্চলে আমাদের অবস্থান অনেক পুরনো। এই শান্তিপ্রিয় জনগণের উপর নানাভাবে হামলা করা হচ্ছে। আজকে তাইন্দংয়ে বৌদ্ধ বিহার ও পাহাড়ি গ্রামে হামলা করা হয়েছে। এর থেকেও বড় ধরণের হামলা হতে পারে। এ ধরণের ন্যাক্কারজনক হামলার বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করতে হবে। তিনি হামলাকারীদের আইনের আওতায় নিয়ে এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

মানববন্ধন শেষে নন্দপ্রিয় থেরো এবং অগ্রজ্যোতি থেরো'র নেতৃত্বে ৬ সদস্যের ভিক্ষুসংঘের একটি প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক মাসুদ করিম মহোদয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করেন। এ সময় প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন কিরণ মারমা, দীপায়ন চাকমা, অনুপম চাকমা, কংচাইরী মাস্টার প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে তারা তাইন্দং হামলায় পুড়ে যাওয়া বৌদ্ধ মন্দির পুনঃনির্মাণ, লুন্ঠিত বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার, ভেঙ্গে দেওয়া বুদ্ধমূর্তির প্রতিস্থাপন ও মন্দিরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, পুড়ে দেওয়া ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণসহ ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পাহাড়ি পরিবারকে যথাযথ পুনর্বাসন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে হামলার ষড়যন্ত্রকারী, ইন্ধনদাতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান, হামলার সাথে বিজিবির সংশ্লিষ্টতার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং যামিনীপাড়া জোন কমান্ডারসহ দায়ী বিজিবি কমান্ডার ও জওয়ানদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলা থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য প্রত্যেক পাহাড়ি এলাকায় গ্রাম প্রতিরক্ষা দল বা ভিডিপি গঠন করা সহ ৮ দফা দাবি পেশ করেন।

তাইন্দংয়ে সেটলারদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি, পাহাড়িদের মধ্যে আতঙ্ক

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নে সেটলার বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করলে ৫টি পাহাড়ি গ্রামের আড়াই শতাধিক পরিবার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে ও ভারত সীমান্তে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

গত ৩১ জুলাই বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার সময় কিছু সেটলার পটকাবাজি ফুটিয়ে 'সন্ত্রাসী এসেছে সন্ত্রাসী এসেছে' বলে মাইকে চিৎকার দেয়। এরপর সাথে সাথে কয়েক শ' সেটলার বাঙালি তাইন্দং বাজারে জড়ো হয়। রাত ১টার দিকে তারা মিছিল বের করে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। এতে পার্শ্ববর্তী হেডম্যান পাড়া, বগা পাড়া, পোমাং পাড়া, তানাক্কা পাড়া ও ৩নং কলিন্দ্র কার্বারী পাড়ার পাহাড়িদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক দেখা দেয়। এ সময় সেটলারদের আক্রমনের ভয়ে হেডম্যান পাড়ার ১৩০ পরিবারসহ পাঁচটি পাহাড়ি গ্রামের মোট ২৫৭ পরিবার গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে ও ভারত সীমান্তে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক প্রদীপন খীসা তাইন্দং এ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, 'গত ৮ জুলাই মাটিরাঙ্গার পাহাড়ি ও বাঙালি সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তির পর এ ধরনের ইচ্ছাকৃত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অত্যন্ত দুঃখজনক।'

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সেটলারদের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক অংশটি অতীতের মতো সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে পাহাড়িদের জমি-জমা বেদখল করতে দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এরই অংশ হিসেবে তারা গত ফেব্রুয়ারী ও জুন মাসে গোমতি-তাইন্দং এলাকায় পাহাড়িদের গ্রামে বেশ কয়েকবার হামলা চালায়। সে সময়ও পাহাড়িরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে বাধ্য হয়।'

ইউপিডিএফ নেতা পাহাড়িদের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের অনুমতি দেয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, 'সরকারী পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনী কখনোই পাহাড়িদের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারেনি, বরং তারাই নিরীহ পাহাড়িদের নিরাপত্তা হরণের সাথে জড়িত। এই অবস্থায় পাহাড়িদের নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব বাহিনী গঠনের কোন বিকল্প নেই।'

ইউপিডিএফ নেতা মাটিরাঙ্গার জনগণকে নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'এ ছাড়া বাঁচার কোন পথ নেই। ইউপিডিএফ যে কোন ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে আপনাদের পাশে থাকবে।'

তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে হামলা পূর্বপরিকল্পিত

২য় পাতার পর

ছেড়ে প্রাণে ভয়ে পালিয়ে যান তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর না হলেও অনেকের গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগীসহ বাড়ির বিভিন্ন জিনিসপত্র লুট বা চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এতিম দুই বোনের ভবিষ্যত: সেটলারদের হামলা ও অগ্নিসংযোগে ঘরবাড়ি-জিনিসপত্র সব পুড়ে গিয়ে এতিম দুই বোন নন্দিতা চাকমা(১৩) ও অমরজিতা চাকমার(১৫) ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাইন্দং ইউনিয়নের সর্বেশ্বর পাড়ার মৃত লাল মোহন চাকমার দুই মেয়ে নন্দিতা তাইন্দং উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর এবং অমরজিতা চাকমা বান্দরবান টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী। তাদের মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই। বাবা লাল মোহন চাকমা চলতি বছরের মার্চে রোগে ভুগে মারা যান। তার তিন বছর আগে তার মা জুনা দেবী চাকমাও অসুখে মারা যান। বাবা-মা'র অনুপস্থিতিতে তারা দু'বোন তাদের জেঠা তনয় শশী চাকমার আশ্রয়ে থেকে কোন রকমে পড়াশুনা করছিল। জেঠার বাড়ির পাশে তাদের একটি ছোট্ট বাড়ি ছিল। সেটলারদের লাগিয়ে দেয়া আগুনে তাদের একমাত্র সম্বল সেই বাড়িটিও পুড়ে যায়। পুড়ে যায় তাদের জেঠার বাড়িও।

নন্দিতা জানায়, হামলার সময় সে বাড়িতে ছিল না। সীমান্তে পালিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখে তাদের বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তার বইপত্র, কাপড়-চোপড়সহ সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ইউপিডিএফের নিন্দা

ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপন খীসা এক বিবৃতিতে হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ইউপিডিএফ নেতা প্রশাসনের বিমাতাসুলভ আচরণের সমালোচনা করে বলেন, প্রশাসন পাহাড়িদের উপর একের পর এক হামলা ও হামলা প্রচেষ্টা সত্বেও তাদের নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়নি এবং হামলার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধেও কোন ধরনের আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ কারণে সেটলাররা নিরীহ পাহাড়িদের উপর এভাবে দিনে দুপুরে বর্বরোচিত হামলা চালানোর দুঃসাহস পাচ্ছে।

অপর এক বিবৃতিতে প্রদীপন খীসা বলেন, মাটিরাঙ্গার তাইন্দং এ পাহাড়ি গ্রামে সেটলারদের হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের দায় প্রশাসন এড়াতে পারে না। ৩১ জুলাই বুধবার গভীর রাতে তাইন্দং বাজারে সেটলারদের পাহাড়ি-বিরোধী মিছিল ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক স্লোগানের পর ইউপিডিএফের দাবি মোতাবেক প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিলে ৩ আগস্টের ভয়াবহ হামলা ও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেতো।

তিনি হামলার সময় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর নীরব ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানিয়ে আরো বলেন, সেটলাররা তাইন্দং বাজার থেকে বহু দূরে পাহাড়ি গ্রামে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে হামলা চালালেও এবং এমনকি দিনের মধ্যে মূল হামলা শেষ হওয়ার পর গভীর রাত ১১টার দিকে পাহাড়ি গ্রাম তালুকদার পাড়ায় আগুন দেয়ার সময়ও পুলিশ, সেনাবাহিনী কিংবা বিজিবি হামলাকারীদের নিবৃত্ত করতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং হামলার সময় বিজিবি সদস্যরা পাহাড়িদের গ্রামের কাছাকাছি জঙ্গলে অবস্থান নিয়ে সেটলারদের সহায়তা দেয়।

ইউপিডিএফ নেতা জনৈক বাঙালি অপহৃত হওয়া ও পরে তাকে 'উদ্ধার' করার ঘটনাকে বানোয়াট ও সাজানো নাটক আখ্যায়িত করে বলেন, পাহাড়িদের গ্রামে হামলার অজুহাত সৃষ্টির জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এ ঘটনা সাজানো হয়েছে।

বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ

ঘটনার দিন তিন পাহাড়ি সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ৪ আগস্ট খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইউপিডিএফ বিক্ষোভ মিছিল করে হামলাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনরত ৮ পাহাড়ি সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘ, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি, সাজেক নারী সমাজ, খিলাছড়ি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড এক যুক্ত বিবৃতিতে মাটিরাঙ্গার তাইন্দং-এ পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, এই হামলা পূর্ব পরিকল্পিত। বাজার ও রাস্তার পাশ থেকে উচ্ছেদ করার পর এখন সীমান্ত এলাকা থেকে পাহাড়িদের বিতাড়িত করতেই এই বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে।

এদিকে, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সামিউল আলম ও সম্পাদক মিনহাজ আহমেদ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগোষ্ঠী সমূহের উপর দমন-পীড়ন জারি রয়েছে। সেনা গ্যারিসন স্থাপন করে সামরিক শাসন জারি করে রেখেছে দেশের ক্ষমতাসীন প্রতিটি সরকার। লোগাং, নান্যাচর গণহত্যার মত ঘটনার কোন বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি। পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠী সমূহকে ভূমির অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। সমতল থেকে গরীব ভূমিহীন মানুষদের সরকার তাঁর লুটপাট-লুণ্ঠনের বাহিনী হিসেবে পাহাড়ে অবৈধভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ৩ অগাস্টের হামলা পাহাড়ের নিপীড়নের একই পদচিহ্ন অনুসরণ করে।

খাগড়াছড়ি জেলার হেডম্যান এসোসিয়েশন, কার্বারী এসোসিয়েশন, ঠিকাদার কল্যাণ সমিতি ও তাইন্দং-তবলছড়ি এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গঠিত ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটি এক বিবৃতিতে এ হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। বিবৃতিতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের নিরাপত্তা দিয়ে স্ব স্ব বসতভিটায় বাড়ী নির্মাণ পর্বক যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ বৌদ্ধ বিহার পুনঃনির্মাণ ও নতুন বুদ্ধমূর্তি প্রতিস্থাপন এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

এ হামলার প্রতিবাদে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন জায়গায় হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

ইউপিডিএফ'র সড়ক অবরোধ

হামলার প্রতিবাদে ৫ আগস্ট ইউপিডিএফ পুরো খাগড়াছড়ি জেলায় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এ সড়ক অবরোধ চলাকালে রামগড়ের তৈচাকমা ও বেলছড়িতে সেটলাররা পাহাড়িদের দোকানপাট ভাংচুর চালায় ও অমেন্দ্র ত্রিপুরা নামে এক দোকানদারকে তুলে নিয়ে মারধর করে। এছাড়া মাটিরাঙ্গার বাইল্যাছড়ি এলাকা থেকে সেটলাররা গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের এক সদস্যকে ধরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ

হামলার পর ৪ আগস্ট পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদারের নেতৃত্বে একটি সরকারী প্রতিনিধি দল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। তারা হামলার ভয়ে সীমান্তে আশ্রয় নেয়া পাহাড়ি পরিবারগুলোকে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসতে নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ নানা প্রতিশ্রুতি দেন। দীপংকর তালুকদার ও চট্টগ্রামের জিওসির আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ৪ আগস্ট বিকেল থেকে পালিয়ে যাওয়া পরিবারগুলো নিজ নিজ বাড়িতে ফিরতে শুরু করে। কিন্তু ফিরে আসার পর দেখা যায়, দীপংকর তালুকদার যেসব প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দিয়েছেন তার কিঞ্চিত পরিমাণও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থাও সরকার এখনো পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীপংকর তালুকদার চরম প্রতারণা করেছেন বলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পাহাড়িরা অভিযোগ করছেন।

এদিকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকলেও তা নিতান্ত অপ্রতুল। তাই সরকারীভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা প্রদান ও পুনর্বাসন করা জরুরী।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বর্তমান অবস্থা

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পাহাড়িদের সাথে কথা বলে জানা যায়, হামলার দুই সপ্তাহের অধিক অতিবাহিত হলেও পাহাড়িরা এখনো ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করেনি। সরকারীভাবেও তাদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের কোন উদ্যোগ আজো গ্রহণ করা হয়নি। ফলে তারা এখনো খোলা আকাশের নীচে পোড়া ঘরবাড়িতে পলিথিন মুড়িয়ে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকার ফলে অনেকে নানা রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন।

শিশু আশামনির মৃত্যু

এদিকে হামলার সময় দুই মাস বয়সী কোলের শিশু আশামনি চাকমাকে নিয়ে মাতা আলো রানী চাকমা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে গ্রামের অন্যদের সাথে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতের সীমান্তে। সেখানে খোলা আকাশের নীচে রোদে পুড়ে ও বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে কোলের শিশু আশামনি। খাগড়াছড়ির ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ কমিটির সহায়তায় গত ৮ আগস্ট তাকে তাইন্দং থেকে খাগড়াছড়ি এনে ভর্তি করানো হয় জেলা সদর হাসপাতালে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি। ১০ আগস্ট ছোট্ট শিশুটি মারা যায়। তার পিতা সুকুমনি চাকমা নিজেও সেটলারদের হামলায় আহত হয়েছিলেন।

হামলাকারীদের শাস্তি হবে তো?

ঘটনার পর ৩১ জনের নাম উল্লেখ করে ১৫০ জনকে অজ্ঞাত দেখিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অনিল বরণ চাকমা বাদী হয়ে মাটিরাঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। (মামলা নং-০১, তাং-০৫/৮/২০১৩, জিআর-২৩৩/১৩, ধারা-১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৪৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৪৩৬/৪২৭/৩৭৯/৩৮০/ ৫০৬ পেনাল কোড) এরপর হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে অপহৃতের অভিনয়কারী কামাল হোসেন (৩০), হামলার মূল পরিকল্পনাকারী সিরাজুল ইসলাম সিরাজী, আবেদ আলী মেম্বার, ইধন সর্দার সহ এ পর্যন্ত ১৩ জনকে পুলিশ আটক করেছে। হামলার সাথে জড়িত আরো অনেকে এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে। তাদের উপযুক্ত শাস্তি না হলে পরবর্তীতে আবারো ৩ আগস্টের মতো হামলা হতে পারে বলে পাহাড়িরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তাই তারা চিহ্নিত হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

অনিল বরণ চাকমার দেয়া মামলা ছাড়াও, পাহাড়িদের পক্ষ থেকে আরো দু'টি অভিযোগ দাখিল করা হয়। চিকন চান চাকমা ও আলো রাণী চাকমা বাদী হয়ে ১২ আগস্ট মাটিরাঙ্গা থানায় পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করতে চাইলে পুলিশ তাদের অভিযোগ এজাহার হিসেবে নথিভুক্ত না করে জিডি হিসেবে রেকর্ড করেছে।

গত ৩ আগস্ট তাইন্দংয়ে সেটলার হামলা ও অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে বসতবাড়ি নির্মাণ সহ যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও ভূমি বেদখলের ষড়যন্ত্র বন্ধের দাবি জানাচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার এই শিশুরা। ১৬ আগস্ট ঢাকা থেকে একটি টীম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গেলে অন্যদের সাথে তারাও প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে এসব দাবি জানায়।

পিসিপি'র উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম আগ্রাসন দিবস পালিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর উদ্যোগে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে গত ২০ আগস্ট মঙ্গলবার পার্বত্য চট্টগ্রাম আগ্রাসন দিবস পালিত হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলা শহরের স্বনির্ভর এলাকার ঠিকাদার সমিতি ভবনের হলরুমে পিসিপি'র খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে "পার্বত্য চট্টগ্রাম আগ্রাসন দিবস ও আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি উমেশ চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক ও পিসিপি'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান।

বক্তারা বলেন, ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বেলুচ রেজিমেন্ট কর্তৃক রাঙামাটিতে উড্ডীন ভারতীয় পতাকা ও বান্দরবানে বার্মার পতাকা নামিয়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। এর পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সহজ সরল দুর্ভাগা জুম্ম জনগণ আর সুখ-শান্তির মুখ দেখতে পায়নি। পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস হচ্ছে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন আর হত্যাযজ্ঞের এক দীর্ঘ বিভীষিকাময় জীবন্ত গাঁথা।

বক্তারা আরো বলেন, ইতিহাসের এই অভিশপ্ত কালো অধ্যায় আজো শেষ হয়নি। এ যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের উপর ডজনের অধিক গণহত্যা ও অসংখ্য সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। পাহাড়ি জনগণ প্রতিনিয়ত নিপীড়ন-নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি বেদখলের শিকার হচ্ছে। এর থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে অধিকার আদায়ের আন্দোলন জোরদার করা। এ লক্ষ্যে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

দিবসটি উপলক্ষে জেলার দিঘীনালায়ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১১টায় ইউপিডিএফ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পিসিপি'র দিঘীনালা থানা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুরেশ চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রজেন্টু চাকমা, সহ সাধারণ সম্পাদক অংকন চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা থানা শাখার আহ্বায়ক সুজন চাকমা। জহেল চাকমা সভা পরিচালনা করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আগ্রাসন দিবস উপলক্ষ্যে রামগড়ে পিসিপি'র উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় রামগড় উপজেলার পিলাভাঙ্গায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পিসিপি মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শান্তিময় চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় নেতা সচিব চাকমা, পিসিপি'র খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমা, ইউপিডিএফ'র রামগড় উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক সুবীর ত্রিপুরা, মাটিরাঙ্গা উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক অংসো মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রু মারমা। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরা ও পরিচালনা করেন পিসিপি গুইমারা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চিত্রজ্যোতি চাকমা।

বক্তারা বলেন, পাকিস্তানী আগ্রাসনের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। যা আজো অব্যাহত রয়েছে। ভূমি আগ্রাসন থেকে শুরু করে চলছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও। নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়িদের বিতাড়িত করতে চায় শাসকচক্র। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

অপরদিকে রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়িতেও দিবসটি পালিত হয়েছে। কুদুকছড়ি বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠাগার কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারন সম্পাদক সঞ্চীম চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক বিলাস চাকমা ও রাঙামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা।

তাইন্দং সেটলার হামলা: দায়ী কে?

৬ষ্ঠ পাতার পর

বিজিবির সদস্যরা হামলাকারীদের সহায়তা দেয়ার জন্য পাহাড়িদের গ্রামের পাশে জঙ্গলে লুকিয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাই 'তাইন্দং ষড়যন্ত্র' নাটকে বিজিবির ভূমিকা কী ছিল সেটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার।

রাখঢাক না করে বলা ভালো, বিজিবি পাহাড়িদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। তারা পাহাড়িদেরকে এ দেশের নাগরিক মনে করে কীনা সেটাও এক বড় প্রশ্ন। এখানে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজিবির কথা বলা হচ্ছে। ব্যক্তি বিশেষ হিসেবে সকল বিজিবি কমান্ডারের পাহাড়িদের প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি একই নাও হতে পারে। কোন সাম্প্রদায়িক হামলা হঠাৎ করে হয় না, এটা দু'একজনের কাজ কারবারও নয়, এর জন্য উপযোগী একটি পরিবেশ বা আবহ থাকতে হয়। বিজিবি ষড়যন্ত্রের সাথে যদি যুক্ত নাও হয়, তাহলেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তারা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্যভাবে দায়ি -- মাটিরাঙ্গার অন্ততঃ গত কয়েক মাসের ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে সেটাই প্রতীয়মান হয়।

হামলার পর ভারতের মাটিতে ও দেশের ভেতরে অন্যত্র আশ্রয় নেয়া পাহাড়িরা নিজ গ্রামে ফিরে এসেছেন। তাদেরকে নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তবে ইতিপূর্বেও তাদেরকে এভাবে বহুবার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হামলা নিপীড়ন বন্ধ হয়নি। তাদের জীবন থেকে সুখশান্তি ও নিরাপত্তাবোধ কেড়ে নেয়া হয়েছে। বছরের পর বছর তারা নিজ ভূমিতে পরবাসীর মতো, নিরপরাধ হয়েও কয়েদীর মতো দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ অবস্থা দীর্ঘ দিন চলতে পারে না। এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতেই হবে। তাই প্রয়োজন সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ করা। অন্যায়কারীকে আপাতভাবে যতই শক্তিমান মনে হোক, সে আসলে দুর্বল। অন্যায়কারী কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। অন্যদিকে জনগণকে যতই শক্তিহীন, দুর্বল মনে হোক, প্রকৃতপক্ষে তারাই হলেন ইতিহাসের আসল নায়ক, তারাই হলেন শক্তিমান। আর তাই তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের কাছে অন্যায়কারীদের অবশ্যম্ভাবীরূপে পরাজয় বরণ করতে হয়। দুনিয়ার ইতিহাসে যুগে যুগে এই সত্য বার বার প্রমাণিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও সকল অন্যায়, জুলুম, ও নির্যাতনের অবসান হবেই হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম দুনিয়া ও ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য দরকার একটি আদর্শভিত্তিক পার্টি। এই ধরনের পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রাম করলে তবেই জনগণের মুক্তি অর্জন সম্ভব হতে পারে। পার্টি ও জনগণ এক মন এক প্রাণ হয়ে কাজ করলে, সংগ্রাম করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় ও এমনকি পরাক্রমশালী শত্রুকে পর্যন্ত কাবু করা যায়। তাই মাটিরাঙ্গার তাইন্দং-এ ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িরাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে অবশ্যই পার্টির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সরকারের দালালী করে কোন জাতি মুক্তি অর্জন করতে পারেনি, একমাত্র পার্টির নেতৃত্বে সঠিক লাইনে কঠোর সংগ্রাম করেই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলো নিজেদের অধিকার ও মুক্তি ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। [সমাপ্ত]

সৌজন্যে: সিএইচটি নিউজ বাংলা

পরিকল্পনা বিএনপি-জামায়াতের

৩য় পাতার পর

গ্রেফতার করা হয়েছে। রিমান্ডে নিয়ে তাদের কাছ থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো. মাসুদ করিম বলেন, ঘটনাটি সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত এবং সাজানো। তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ত্রাণ দেয়া হয়েছে। তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। যারা বাড়িঘর হারিয়েছে তাদের বাড়ি নির্মাণ করে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। যাদের ঘরে লুটপাট করা হয়েছে, ভাঙচুর করা হয়েছে তাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করা হবে।

সৌজন্যে: মানবকণ্ঠ, ১৪ আগস্ট ২০১৩

তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলার প্রতিবাদে

(শেষ পাতার পর)

খানা শাখার সহ সভাপতিবিপন আলো চাকমা। সমাবেশের আগে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি উপজেলা মাঠ থেকে শুরু হয়ে নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার উপজেলা মাঠে ফিরে আসে।

সমাবেশে বক্তারা তাইন্দং এ পাহাড়ি গ্রামের সেটলারদের বর্বরোচিত হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত। বছরের পর বছর ধরে তাদের উপর চরম অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে নান্যাচর গণহত্যাসহ এ যাবত পাহাড়িদের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক হামলার কোন বিচার না হওয়ায় তাইন্দং এর মতো ঘটনা বার বার ঘটছে।

কুদুকছড়ি : রাঙামাটির কুদুকছড়িতে দুপুর ১টায় বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয় গেটের সামনে থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি কুদুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা এতে বক্তব্য রাখেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, তাইন্দং এলাকায় প্রতিনিয়ত সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের উপর হামলার ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন এর কোন বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সেটলাররা এ ধরনের বর্বর ও ন্যাক্কারজনক হামলা চালাতে উৎসাহিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম: হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামেও বিক্ষোভ মিছিল ও অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে লাল দীঘি পড়ন্ত জেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য এসিমং মারমা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহসভাপতি সুমন চাকমা, শ্রমিক নেতা অর্পন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুকৃতি চাকমা।

বক্তারা তাইন্দং এ সেটলার হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সেটলারদেরকে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে জাতিগত নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার যে রাষ্ট্রীয় নীতি সুদীর্ঘ কাল ধরে বলবৎ রয়েছে তার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক হামলা ঘটে চলেছে।

তারা বলেন, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী সব সময় সেটলারদের প্রতি পক্ষপাত করে থাকে এবং হামলার ভয়ে পাহাড়িদেরকে সব সময় আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন যাপন করতে হয়।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হামলার সাথে জড়িত সেটলারদের গ্রেফতার, প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, ভারতের ত্রিপুরায় পালিয়ে আশ্রিয় নেয়া পাহাড়িদের নিরাপত্তার গ্যারান্টিসহ ফিরিয়ে আনা এবং সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করে সমতলে পুনর্বাসনের দাবি জানান।

সমাবেশের আগে শহীদ মিনার থেকে একটি মিছিল বের করা হয়।

ঢাকা: মাটিরাংগা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নে পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ৫ আগস্ট ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

বিকাল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি নিরূপা চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সামিউল আলম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি থুইক্যচিং মারমা। সমাবেশে বক্তারা বলেন মাটিরাঙ্গার'র তাইন্দং-এ পাহাড়ি গ্রামে হামলার ঘটনা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। কামাল হোসেন নামে জনৈক বাঙালি সেটলার অপহৃত হওয়ার খবরকে গুজব ও ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করে বলেন, হামলার মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করতেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ গুজব ছড়ানো হয়েছে। হামলাকারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়িদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা এবং তাঁদের ভূমি বেদখল করা।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, হামলার সময় বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় এবং মিছিলকারীদের কাছ থেকে ব্যানার কেড়ে নেয়।

একই দিন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলও প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, ইউপিডিএফ সংগঠক রিকো চাকমা ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সামিউল আমল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ফয়জুল হাকিম বিজিবি'র সহযোগিতায় সেটলাররা পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

তিনি হামলারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মাটিরাঙ্গা পাহাড়ি গ্রামে জানুয়ারী থেকে

শেষ পাতার পর

হামলার সময় সেটলারদের পেছনে ছিল। হামলাকারীদের সাথে আওয়ামী লীগ নেতা হাসেম, কালাম মিঞা, মনির, জাকির, মোমিন ও করিম ছিল বলে ভুক্তভোগীরা জানান।

১৮ জুন রাতে গোমতি বাজারের পাশে বান্দরছড়া থেকে ২০০ সেটলার টাকার মনি পাড়ায় হামলা চালালে ৪০ পরিবার পাহাড়ি গ্রামবাসী ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। হামলার আগে সেটলাররা তাদের সড়ক অবরোধ পালন কালে সাইনবোর্ড এলাকায় পাহাড়িদের বাড়িতে হামলা চালানোর হুমকি দেয়। এ সময় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সেটলাররা মুসলিম পাড়া, গোইয়া পাড়া, চর পাড়া, আদর্শ গ্রাম ও নতুন পাড়ায় মিটিং করে পাহাড়িদের বাড়িঘরে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় ।৩ আগস্ট তাইন্দং এ সেটলাররা বিজিবির সহায়তায় ৬টি পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে বেশকিছু বাড়িঘরে আগুন দেয়, ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট চালায়। এতে কয়েক হাজার পাহাড়ি সীমান্ত অতিক্রম করে নো ম্যান্স ল্যান্ডে ও পানছড়ির উল্টাছড়ি ইউনিয়নে আশ্রয় নেয়।

পরিবীক্ষণ সেল শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক সমাবেশে বাধার ঘটনা উল্লেখ করে আরো জানিয়েছে, উক্ত সময়ে সেনাবাহিনী ও বিজিবির সদস্যরা গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মী ও সাধারণ গ্রামবাসীসহ মোট ১৬ জনকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ৭ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়, ১ জনকে হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়, ২ জনকে ৫৪ ধারায় আটক দেখানো হয় এবং ৬০ বছরের বৃদ্ধসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা সাজানো হয়।

এছাড়া গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের এক নেতাকে খুন ২ পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে ইউপিডিএফ মানবাধিকার পরিবীক্ষণ সেল জানিয়েছে।

তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে হামলার সাথে জড়িতদের

৩য় পাতার পর

প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের উপর এ যাবত বহু হামলা হয়েছে। এসব হামলায় জীবনহানিসহ বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ার কারণে এবং নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসন যথাযথ ভূমিকা পালন না করার কারণে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা বার বার ঘটছে।

ত্রাণ ও সাহায্যের অপর্যাপ্ততার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, সরকার ও বিজিবির দেয়া ক্ষতিপূরণ ও জানমালের নিরাপত্তার আশ্বাসের পর পালিয়ে যাওয়া পাহাড়িরা বর্তমানে নিজ গ্রামে ফিরে এসেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের পুনর্বাসনের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এমনকি জরুরী চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ত্রাণ হিসেবে যা দেয়া হয়েছে তা বিশাল মরুভূমিতে কয়েক বিন্দু পানি ফোঁটার মতো।

সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহেদুল আলম, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, সমীর দত্ত চাকমা সহ অনেকে ভারতের সীমান্তে আশ্রয় নেয়া পাহাড়িদের নানা প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে আনেন। এরপর থেকে তাদের কোন দেখা মেলেনি এবং তারা ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি। ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের সাথে তারা চরম প্রতারণা করেছেন বলেও প্রেস ব্রিফিংয়ে উল্লেখ করা হয়।

প্রেস ব্রিফিং থেকে ৯ দফা দাবি জানানো হয়েছে। দাবিগুলো হচ্ছে- ১. তাইন্দং-তবলছড়ি ঘটনায় পুড়ে দেওয়া ঘর-বাড়ি পুনর্নির্মাণসহ প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ন্যূনতম নগদ ৬ লক্ষ টাকা ও ৫ বছরের জন্য রেশনিং-এর ব্যবস্থা করা, ২. ঘটনায় মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট, সম্পত্তি বিনষ্ট ও চুরি যাওয়া প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ন্যূনতম নগদ ৬ লক্ষ টাকা এবং ৫ বছরের রেশনিং-এর ব্যবস্থা করা, ৩. চুরি-করা বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার ও ভেঙে দেওয়া বুদ্ধমূর্তি যথাযথ ক্ষতিপূরণপূর্বক প্রতিস্থাপনসহ পাকা বৌদ্ধ মন্দির ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে দেয়া, ৪. বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে ঘটনার ষড়যন্ত্রকারী, ইন্ধনদাতা ও হামলায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া, ৫. নিরাপত্তা বাহিনীর উষ্কানীমূলক অপতৎপরতা বন্ধ করাসহ যামিনীপাড়া বিজিবি জোন কমান্ডারসহ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যবস্থা করা, ৫. পাহাড়িদের নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব গ্রাম প্রতিরক্ষা দল বা ভিডিপি গঠনের অনুমতি দেয়া, ৬. অনুপ্রবেশকারী সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে সমতলে তাদের প্রকৃত আবাসস্থলে জীবিকার নিশ্চয়তাসহ সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা, ৭. তাইন্দং-তবলছড়ি, মাটিরাঙ্গাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল পাহাড়িদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, বসতভিটা-ভূমি বেদখল বন্ধ এবং পাহাড়িদের উপর সেটলার বাঙালিদের হামলা সম্পূর্ণ বন্ধ করা ও ৯. ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হামলার পরবর্তী অনিল বরণ চাকমা বাদী হয়ে মাটিরাঙ্গা থানায় দায়েরকৃত মামলাটি চট্টগ্রামে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা।

মাটিরাংগায় বাঙালি সেটলারদের আগ্রাসন

৭ম পাতার পর

এসে আমার সেই স্বপ্ন ভেঙে গেছে চিরতরে। কি দুঃখের কথা ভাবতে পারো এই পুরো ফেনীর কূল ছিল একসময় জুম্মোদের। এখন সীমান্তবর্তী মাত্র কয়েকটা গ্রাম ছাড়া কোথাও এই এলাকায় জুম্মো দেখতে পাবেনা। জায়গা জমি সব বেদখল হয়ে গেছে। তুমি কি বলতে পারো আর কতবার আমাদের বাড়ী এভাবে পুড়িয়ে দেবে বাঙালিরা, আর কতবার পালাতে হবে প্রাণের ভয়ে ? আমাদের ভবিষ্যৎই বা কি? "

আমার কাছে এর কোনটারই উত্তর নেই। চোখের সামনে শুধু পোড়া ঘর, পোড়া ধানের গন্ধ আর পোড়া মন।

সৌজন্যে: ঠেটিকটা উটনেট

বন্য পশু-পাখি শিকার ও বিক্রি বন্ধ করুন
বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের রক্ষা ও সংরক্ষণে উদ্যোগী হোন

৪র্থ বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। ২৪ আগস্ট ২০১৩।

জাতীয় ডাক

তাইন্দং হামলার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ-এর বিক্ষোভ

তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলার প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলা, বাড়িঘর অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাটের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সহ বিভিন্ন সংগঠন এসব বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

খাগড়াছড়ি সদর: ৪ আগস্ট রবিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর থেকে ইউপিডিএফ একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি নারাঙহিয়া, উপজেলা, চেঙ্গী স্কোয়ার হয়ে শাপলা চত্বরের দিকে যেতে চাইলে মহাজন পাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে পুলিশ বাধা দিলে সেখানেই রাস্তার উপর এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ'র খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক অংগ্য মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সিমন চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন ইউপিডিএফ'র খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা।

সমাবেশে বক্তারা তাইন্দং-এ পাহাড়ি গ্রামে সেটলারদের বর্বরোচিত হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সেটলাররা পরিকল্পিতভাবে অপহরণ নাটক সাজিয়ে পাহাড়ি গ্রামে হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, ব্যাপক লুটপাট ঘটনা সংঘটিত করেছে।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, কয়েক ঘন্টা ধরে সেটলাররা এ বর্বরোচিত হামলা চালালেও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে এবং বিজিবি সদস্যরা সেটলারদের বাধা প্রদান না করে তাদের সহযোগিতা দিয়েছে।

বক্তারা তাইন্দং এ হামলার সাথে জড়িত সেটলারদের গ্রেফতার পরে যথোপযুক্ত শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের ক্ষতিপূরণ, তাদের জানমালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান ও ভারতে আশ্রিতদের সম্মানের সাথে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

দিঘীনালা: হামলার প্রতিবাদে দিঘীনালায়ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল সাড়ে ১০টায় ইউপিডিএফ অফিসের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে থানা বাজার উপজেলা কমপ্লেক্স, লারমা স্কোয়ার, বাস টার্মিনাল ঘুরে কলেজ গেইট সংলগ্ন চৌমুহনীতে এসে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইউপিডিএফ দীঘিনালার সংগঠক কিশোর চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক সুজন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ দীঘিনালা কলেজ শাখার সাধারন সম্পাদক রুপেশ চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সদস্য জীবন চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজ শাখার সহ-সাধারন সম্পাদক খোকন ত্রিপুরা।

দিঘীনালায় ইউপিডিএফ-এর বিক্ষোভ

সমাবেশ বক্তারা অবিলম্বে হামালকারীদের গ্রেপ্তার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও পাহাড়িদের জান-মালের নিরাপত্তার দাবি জানান।

মহালছড়ি: তাইন্দংয়ে সেটলার হামলার প্রতিবাদে মহালছড়িতে পাহাড়িরা সমাবেশ করতে গেলে প্রশাসন বাধা দেয় ও মহালছড়ি সদর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। এরপরও দুপুর দেড়টায় সিন্দুকছড়ি-রাঙামাটি সড়কের চৌমুহনীতে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক সর্বানন্দ চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক উষাময় খীসা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি কলেজ শাখার সাবেক সভাপতি জুনি মারমা প্রমুখ। নিদর্শন খীসা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

বক্তারা এ হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং হামলাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তি, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থ গ্রহণের দাবি জানান।

মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনারতন চাকমা প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারিকে মত প্রকাশ ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা হরণ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি তাইন্দং এ পাহাড়িদের বসতিতে সেটলার বাঙালিদের হামলার তীব্র নিন্দা ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানান।

নান্যাচর: রাঙামাটি জেলার নান্যাচরে দুপুর দেড়টার দিকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নান্যাচরের সর্বস্তরের কয়েক শ' নারী পুরুষ এতে অংশ নেন। নান্যাচর উপজেলা মাঠে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রীতি ময় চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাবেক্ষ্যং ইউপি চেয়ারম্যান সুপন চাকমা, ২ নং নান্যাচর ইউপি চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ খীসা, নান্যাচর ইউপি সদস্য সেন্টু চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নান্যাচর

১১ পাতায় দেখুন

ইউপিডিএফ মানবাধিকার পরিবীক্ষণ সেলের তথ্য

মাটিরাঙ্গায় পাহাড়ি গ্রামে জানুয়ারী থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত সেটলার হামলা হয়েছে ৫ বার, গ্রেফতার ১৬ জন, ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার ২

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলায় এ বছর জানুয়ারী থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে ৫ বার সেটলার হামলা হয়েছে। এতে ১৪টি গ্রামে হামলা, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া সহ ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। এতে আহত হয় কয়েক ডজন পাহাড়ি ও বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে অথবা ভারত সীমান্তে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন কয়েক হাজার নারী পুরুষ শিশু ও বৃদ্ধ। কোন কোন ক্ষেত্রে একই গ্রাম একাধিক বার হামলার শিকার হয়েছে। এসব হামলায় বিজিবির সদস্যদের বিরুদ্ধে সহায়তা দেয়ার ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মানবাধিকার পরিবীক্ষণ সেলের প্রধান সচিব চাকমা গত ৫ আগস্ট এ তথ্য প্রকাশ করেন।

ইউপিডিএফ মানবাধিকার পরিবীক্ষণ সেল-এর সংগৃহীত তথ্য অনুসারে তিনি জানান, ২৫ জানুয়ারী সেটলাররা হলয় মারমা পাড়া ও হেমঙ্গ কার্বারী পাড়ায় হামলা চালিয়ে পাহাড়িদের ২টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ৩৪টি বাড়ি ভাঙচুর ও জিতসুখ বৌদ্ধ বিহার তছনছ করে দেয়। বটতলিতে একটি ব্রিক ফিল্ডে গুলিতে এক শ্রমিক নিহত হওয়ার পর তারা এই বর্বরোচিত হামলা চালায়।

২ এপ্রিল ৪০-৫০ জন সেটলার প্রাণ কুমার পাড়ার দুর্জয় ত্রিপুরার বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে মারধর করে। বিজিবি হামলার সময় সেটলারদের সাথে ছিল।

৫ এপ্রিল সেটলাররা বড়নাল ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বার রফিকের নেতৃত্বে বড়নাল ইউনিয়নের প্রাণ কুমার পাড়ায় দ্বিতীয় বারের মতো হামলা চালিয়ে ১০ পাহাড়িকে আহত করে। ২৭ জুম্ম পরিবার ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বিজিবির সদস্যরা

১১ পাতায় দেখুন

তাইন্দংয়ে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলার চিত্র

সেটলারদের লাগিয়ে দেয়া আগুনে এভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পাহাড়িদের ঘরবাড়ি

সেটলার হামলায় ঘরবাড়ি ছেড়ে ফেনী নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের "নো ম্যান্স ল্যান্ডে" এভাবে আশ্রয় নেয় পাহাড়িরা।

সেটলার হামলার ভয়ে পানছড়িতে পালিয়ে যাওয়া হেডম্যান, পাড়া, পোড়াবাড়ি সহ বিভিন্ন গ্রামের পাহাড়িরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। আরো ছবি: পৃষ্ঠা-৩